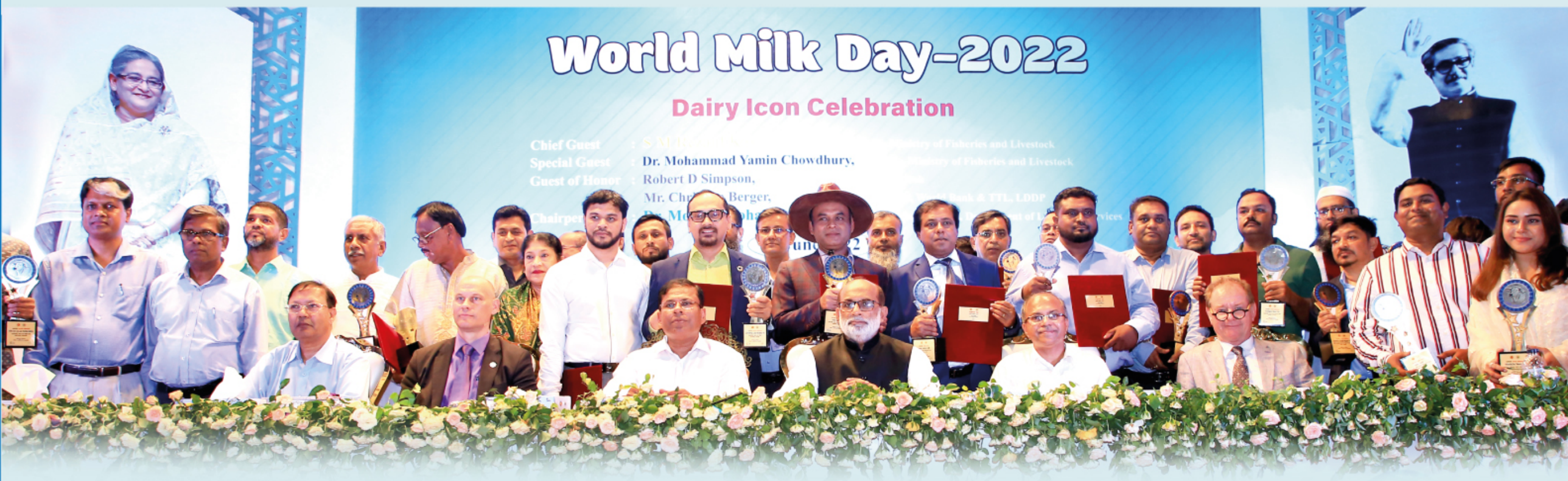
বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও
ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন



প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও
ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন

World Milk Day 2022 &
Dairy Icon Celebration

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোঃ আব্দুর রহিম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

কারিগরি দিকনির্দেশনা ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ড. মোঃ গোলাম রব্বানী
চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর
এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সমন্বয়ে
ড. হিরন্ময় বিশ্বাস
উপপ্রকল্প পরিচালক
এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

সম্পাদনায়
মোঃ জিল্লুর রহমান
কমিউনিকেশন কনসালটেন্ট
এলডিডিপি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

প্রকাশ কাল: জুন ২০২২

প্রকাশনায়
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২

দুধ একটি সম্পূর্ণ ও আদর্শ খাবার। আমরা যতগুলো পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পাই তার মধ্যে দুধের উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, আমিষ, ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা পুরণে এর বিকল্প নেই। দুধে এল-ট্রিপটোফেন নামক এমাইনো এসিড থাকে বিধায় দুধ পান করলে স্নায়ু শান্ত হয় এবং ঘুমও ভালো হয়। দুধ থেকে তৈরি দধি প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে যা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক কাপ দুধে প্রায় ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৮-১০ মিলিগ্রাম মানসম্মত ফ্যাট, ৮-১০ মিলিগ্রাম উন্নত প্রোটিন, ১৩-১৫ মিলিগ্রাম শর্করা, ২৪-২৫ মিলিগ্রাম ঝুঁকিবিহীন কোলেস্টেরল, ৯৮-১০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস এবং অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। আবার দামেও সস্তা এবং পাওয়া যায় সহজে। একটি সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে দুধ ও দুধজাতীয় খাবারের সমতুল্য আর কী হতে পারে!



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি।

দুধ আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারি ও জরুরি এবং দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার থেকে কি কি উপকার পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে প্রতিবছর পহেলা জুন 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' পালন করা হয়। ২০০১ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। খাদ্য হিসেবে দুধের গুরুত্ব বোঝাতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপন শুরু করে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশ দিবসটি গুরুত্বের সাথে পালন করে থাকে। বাংলাদেশও দীর্ঘদিন যাবৎ এ দিবসটি পালন করে আসছে।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে দুধ বিতরণ করা হয়।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে রাজধানীর একটি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর সূচনালগ্ন থেকেই 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস' উদযাপনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ বছরও (২০২২) তার ব্যাতিক্রম হয়নি। "Sustainability in the dairy sector as well as environment, nutritional and socio-economic empowerment" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে এলডিডিপি দিবসটি উপলক্ষে বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ আয়োজন। এছাড়া, দিবসটি উপলক্ষে সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি র‍্যালি আয়োজন করা হয়। মানিক মিয়া এভিনিউ থেকে শুরু করে র‍্যালিটি কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশনে এসে শেষ হয়। এতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। র‍্যালিতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা।

এছাড়া বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তায় ঢাকার পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিবসটি উপলক্ষে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মানিক মিয়া এভিনিউতে অবস্থিত রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রকল্প ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের প্যাকেটজাত দুধ পান করান এবং নিয়মিত দুধপানে উৎসাহ প্রদান করেন। এলডিডিপির তত্ত্বাবধানে ঢাকার মধ্যে মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা অন্যান্য স্কুলগুলো হলো - তেজগাঁও আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজ, বঙ্গবন্ধু বিদ্যানিকেতন, মিরপুর, জামিলা আইনুন নূর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, শ্যামলী এবং আগারগাঁও তালতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এসব স্কুলে বিনামূল্যে দুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো - মিল্কভিটা, প্রাণ ডেইরি, আকিজ ডেইরি, ব্রাক ডেইরি এবং রংপুর ডেইরি।

সকাল ১০টায় খামার বাড়ির কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশনের কনভেনশন হলে শুরু হয় দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রদর্শনী। এতে দেশের দুগ্ধ পণ্য - পনির, দই, মিষ্টি ইত্যাদি প্রস্তুতকারক এবং মাংসজাত পণ্য প্রক্রিয়াকারী খ্যাতনামা ২৪টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং অগনিত দর্শনার্থী এসব প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। দিন শেষে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত একটি র‍্যালি রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ প্রদক্ষিণ করে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার শেষ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রণীত একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাণিসম্পদ খাতের বিজ্ঞানী-গবেষক, উদ্যোক্তা ও খামারিগণ দিনব্যাপী আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর বিশ্ব দুগ্ধ দিবস পালনের মূল আকর্ষণ ছিল 'ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১' উদযাপন। দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ সেলিব্রেশনে ৪টি ক্যাটাগরিতে মোট ৩৯ জন খামারি ও উদ্যোক্তাকে সম্মাননা জানানো হয়। প্রত্যেককে দেয়া হয় নগদ এক লক্ষ টাকা, একটা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট। মূলত: ডেইরিসহ প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আদর্শ খামার ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য সরবরাহে বেসরকারি মালিকানাধীন খামার/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এলডিডিপি এ সেলিব্রেশন কার্যক্রম চালু করে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি 'বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২' ও 'ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সম্মানিত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা।



ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।



সম্মানিত অতিথিদের সাথে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ এর নির্বাচিত খামারি/উদ্যোক্তাবৃন্দ।

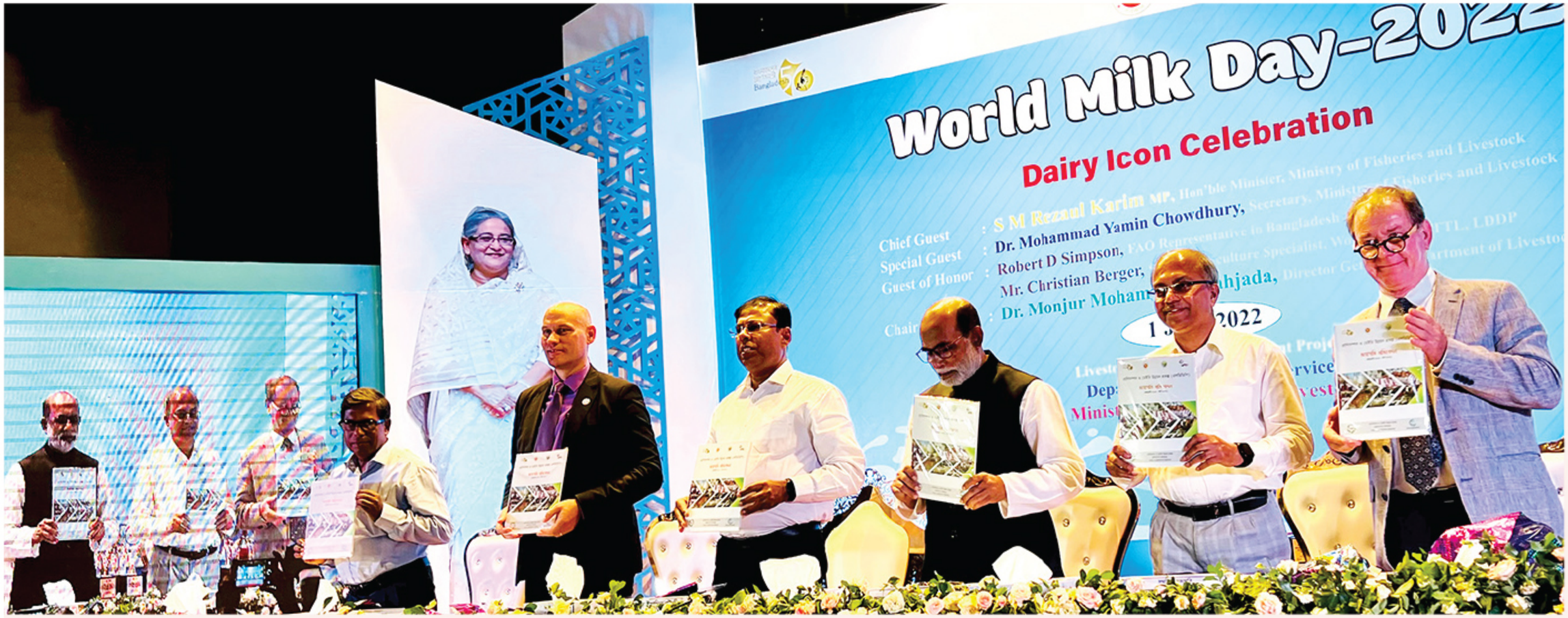
অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Mr. Robert D Simpson, FAO Representative in Bangladesh এবং Mr. Christian Berger, Senior Agriculture Specialist, World Bank and TTL, LDDP। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মো. আব্দুর রহিম, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনের উপর একটি প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন প্রকল্পের চীফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর ড. মো. গোলাম রব্বানী।

এলডিডিপির সহায়তায় ঢাকার বাইরে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে নেয়া হয় নানামুখী কর্মসূচি। নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়/এতিমখানা/মাদ্রাসার শিশুদের দুধ খাওয়ানো, কুইজ কম্পিটিশন, রচনা লেখা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, র‍্যালি ও আলোচনা সভা আয়োজন করা এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী খ্যাতনামা ২৪টি প্রতিষ্ঠান হলো:

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বত্বাধিকারীর নাম	যোগাযোগের নম্বর
১	**বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড** প্রধান কার্যালয়, ১১০ লাভ রোড, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮	**জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মইন** স্বত্বাধিকারী	০১৭১৪০৯৭৪১৬
২	**হযরত শাহ কুতুব (রাযি:) অষ্টগ্রাম পনির প্রস্তুতকারক** অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	**জনাব এস এম নিশান** স্বত্বাধিকারী	০১৭৭২৮৩৮৫৮৭
৩	**পল্লী ফুড এন্ড সুইটস** বাসা-৫৪৯, লেভেল-০৫, রোড-১০, আদাবর, ঢাকা	**এসডিআরএস** স্বত্বাধিকারী	০১৭১১৭৮০৩৩০
৪	**গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস)** আলতাজের রহমান রোড, চরনোয়াবাদ, ভোলা-৮৩০০	**জাকির হোসেন মহিন** নির্বাহী পরিচালক	০১৮৬৫০৩৬৬০১
৫	**জাকের ডেইরি ফার্ম** বেড়িবাঁধ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	**আনোয়ার হোসেন** স্বত্বাধিকারী	০১৬৭৬০৮৩৭১৩ ০১৯৫৫৫৫৩৫৫৫
৬	**বিল্লাল ডেইরি এন্ড সুইটস** ষাট ফুট রোড, মিরপুর, ঢাকা	**মো: ইউছুপ শামীম** স্বত্বাধিকারী	০১৭৬৩৭১৭২৭২ ০১৯৬৩৭১৭২৭২
৭	**সাদিক এগ্রো** মোহাম্মদপুর, ঢাকা	**জনাব মোঃ ইমরান** স্বত্বাধিকারী	০১৮১৯২৬৩৯৪৪
৮	**বস সুইটস এন্ড ফুড লিমিটেড** ৪৪/ক/১, ইন্দিরা রোড, পান্থপথ, ঢাকা	**জনাব আল-মামুন সিদ্দিকী** স্বত্বাধিকারী	০১৯৭০০৩২৮০৫
৯	**বনফুল এন্ড কোং** ৩৭, দক্ষিণ শ্যামপুর, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা	**জনাব এম.এম. মোতালেব** স্বত্বাধিকারী	০১৭১২০৫৬৬৪২
১০	**মিঠাই** প্রাণ-আরএফএল সেন্টার, ১০৫, মধ্যবাড্ডা, জিপিও বক্স-৮৩, ঢাকা	**প্রকৌশলী অনিমেষ সাহা** স্বত্বাধিকারী	০১৭০৪১৪০৬৬৬
১১	**রস লিঃ** বাড়ী-১৫১, রোড-০১, বারিধারা ডি.ও.এইচ.এস, ঢাকা	**জনাব মোঃ মহাসিন** স্বত্বাধিকারী	০১৭১১২২১৪৭৭
১২	**প্রিমিয়াম সুইটস বাই সেন্ট্রাল** প্লট-২২, রব সুপার মার্কেট, গুলশান-২, ঢাকা	**জনাব এইচ. এম. ইকবাল** প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)	০১৭৪১১৩৫০২৮

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	স্বত্বাধিকারীর নাম	যোগাযোগের নম্বর
১৩	**প্যারাগন এগ্রো লিঃ** প্যারাগন হাউজ, লেভেল-১০, মহাখালী, ঢাকা	**জনাব মসিউর রহমান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১৭১১৫২৬৯০২
১৪	**কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড** বাসা-৩৫, রোড-২, ধানমন্ডি, ঢাকা	**জনাব কাজী জাহিন শাহপার হাসান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১৭১৩০৩৮১৭০
১৫	**আইজি ফুডস লিঃ** ৫৯/বি, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা	**জনাব আবু লুৎফে ফজলে রহিম খান** ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১৭১৩০০০২৮৯
১৬	**কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিঃ** বাসা-১৪, রোড-৭, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা	**জনাব এহতেশাম বি. শাহজাহান** নির্বাহী পরিচালক	০১৭১৪০৯৪৩৯৫
১৭	**সিপি বাংলাদেশ কোঃ লিঃ** ই-২৩৬, ওয়ার্ড-৭, চন্দ্রা, কালিয়াকৈর, গাজীপুর	**জনাব সুচাত শান্তিপদ** প্রেসিডেন্ট	০১৭১১৫৬৬৪৮১
১৮	**এসিআই এনিমেল হেলথ, এসিআই লিমিটেড** এসিআই সেন্টার, ২৪৫, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	**ড. ফা হ আনসারী** প্রেসিডেন্ট	০১৭১৪০০০১৮৪
১৯	**ব্র্যাক ডেইরি এন্ড ফুড প্রজেক্ট** ২২৮/৩, তিন সড়ক, লক্ষীপুরা, জয়দেবপুর, গাজীপুর	**জনাব মোঃ আনিসুর রহমান** সিনিয়র ডিরেক্টর	০১৭৩০৭৮৪০২৪
২০	**প্রাণ ডেইরি লিমিটেড** প্রাণ আরএফএল সেন্টার, বীর উত্তম রফিকুল ইসলাম সরণী, ঢাকা	**জনাব মোঃ কামরুজ্জামান কামাল** পরিচালক (মার্কেটিং)	০১৭৬৯৬৯৬৪০০
২১	**ইয়ন বায়োসায়েন্স লিঃ** ৩০৪, বীর উত্তম মীর শওকত সড়ক, ঢাকা	**জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান** ডিজিএম	০১৭৫৫৫৭৪১৩৮
২২	**আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড** আকিজ হাউজ, ১৯৮, বীর উত্তম শওকত রোড, গুলশান লিংক রোড, তেজগাঁও, ঢাকা	**জনাব শেখ শামীম উদ্দিন** ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১৭১১৯০২৪৪৪
২৩	**বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ** দুগ্ধভবন, ১৩৯-১৪০, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা	**জনাব জাকির হোসেন** ডেপুটি ম্যানেজার (মার্কেটিং)	০১৭১৪২৩৮০১২
২৪	**রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রোডাক্টস্ লিমিটেড** শালাইপুর, বলদিপুকুর, রংপুর-৫৪৬০	**জনাব মোঃ মহাসিন** ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১৭১১৫৩৫১৫০



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর একটি অগ্রগতি প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।



দুগ্ধজাত পণ্যের প্রদর্শনী স্টল।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ এর উল্লিখিত অনুষ্ঠানমালাকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) কে আহ্বায়ক এবং এলডিডিপি-র চিফ টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটরকে সদস্য সচিব করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া একটি অভ্যর্থনা উপকমিটি, একটি আপ্যায়ন উপকমিটি, একটি আমন্ত্রণপত্র বিতরণ উপকমিটি, একটি স্টল ব্যবস্থাপনা উপকমিটি, একটি র‍্যালি উপকমিটি এবং একটি স্কুল মিল্ক ফিডিং উপকমিটি গঠন করা হয়। সমন্বয় কমিটিসহ অন্যান্য উপ-কমিটিগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।



দুগ্ধজাত পণ্যের প্রদর্শনী স্টল।

সমন্বয় কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ডাঃ দেবাশীষ দাশ, পরিচালক, প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
২	ডাঃ ভবতোষ কান্তি সরকার, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব দীপক রঞ্জন রায়, পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪	ডাঃ মোহাম্মদ রিয়াজুল হক, পরিচালক, উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব এস.এম. আউয়াল হক, পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৬	ডাঃ অজিত কুমার সরকার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
৭	ড. অমলেন্দ ঘোষ, পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মুল্যায়ন, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
৮	ডাঃ মোঃ সফিউল আহাদ সরদার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	সদস্য
৯	ড. মলয় কুমার শূর, প্রাণিসম্পদ ঔষধাগার ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	সদস্য
১০	ড. মোঃ আবু সুফিয়ান, পরিচালক, হিসাব বাজেট ও নিরীক্ষা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
১১	ড. হোসেন মোঃ সেলিম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
১২	জনাব মোহাম্মাদ মুজিবর রহমান, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, ঢাকা।	সদস্য
১৩	ডাঃ নিলুফা বেগম, পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
১৪	ড. এবিএম খালেদুজ্জামান, পরিচালক, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
১৫	জনাব শাহেদা আকতার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), ঢাকা।	সদস্য
১৬	মিল্ক ভিটা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	নির্বাহি পরিচালক, আমেরিকান ডেইরি লিঃ	সদস্য
১৮	প্রাণ ডেইরি এর প্রতিনিধি	সদস্য

১৯	ব্র্যাক ডেইরি এর প্রতিনিধি	**কমিটিতে অবস্থান**
২০	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রডাক্টস এর প্রতিনিধি	সদস্য
২১	নির্বাহি পরিচালক, আকিজ ফুড	সদস্য
২২	নির্বাহি পরিচালক, ইয়ন গ্রুপ	সদস্য
২৩	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস এসোসিয়েশন	সদস্য
২৪	সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্ট্রাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি)	সদস্য
২৫	ড. মোঃ গোলাম রব্বানী, চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি), প্রাণিসম্পদ	সদস্য সচিব

১। অভ্যর্থনা উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ডাঃ দেবাশীষ দাশ, পরিচালক, প্রশাসন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
২	ডাঃ ভবতোষ কান্তি সরকার, পরিচালক, কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব এস.এম. আউয়াল হক, পরিচালক, কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৪	জনাব দীপক রঞ্জন রায়, পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৫	ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক, পরিচালক, উৎপাদন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬	ডাঃ মোঃ সফিউল আহাদ সরদার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	সদস্য
৭	ড. অমলেন্দু ঘোষ, পরিচালক, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও মুল্যায়ন, প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মহাখালী, ঢাকা	সদস্য
৮	ডাঃ অজিত কুমার সরকার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় মুরগি খামার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
৯	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম (যুগ্ম সচিব), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য সচিব

২। আপ্যায়ন উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ডাঃ মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী মন্ডল, প্রকল্প পরিচালক, পিপিরআর রোগ নির্মুল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প।	সদস্য
২	ডাঃ মোঃ এমদাদুল হক তালুকদার, প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প	সদস্য
৩	ড. মোঃ মোস্তফা কামাল, প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প।	সদস্য
৪	ড. মোঃ জসিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, এআইইটি প্রকল্প।	সদস্য
৫	ডাঃ মোঃ আজিজুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেল্‌থ প্রকল্প।	সদস্য
৬	ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, প্রকল্প পরিচালক, সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম, বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প।	সদস্য
৭	ড. অসীম কুমার দাস, প্রকল্প পরিচালক, সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের জন্য সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	সদস্য
৮	ডাঃ এ এন এম গোলাম মহিউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, এনএটিপি -২ প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ অংগ।	সদস্য
৯	ড. নন্দ দুলাল টীকাদার, প্রকল্প পরিচালক, উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধা বঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	সদস্য
১০	ড. এবিএম মোস্তানুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।	সদস্য সচিব

৩। আমন্ত্রণপত্র বিতরণ উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ড. মোঃ আবু সুফিয়ান, পরিচালক, হিসাব বাজেট ও নিরীক্ষা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
২	ডাঃ পল্লব কুমার দত্ত, উপপরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য

৩	ডাঃ মোঃ ছরোয়ার হোসেন শিকদার, উপপরিচালক, লেজিসলেশন ও প্রশাসন/ নিবন্ধন/সার্টিফিকেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪	ড. হাতেম আলী, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ), কৃত্রিম প্রজনন দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৫	ড. আছির উদ্দিন, ইউএলও, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬	ড. মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, ইউএলও, পিইসি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৭	ড. ফয়সাল তালুকদার ইউএলও, ইপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮	ড. মোঃ মিজানুর রহমান, ইউএলও, প্রাণি শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৯	জনাব মোহাম্মদ শাহ আলম বিশ্বাস, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রাকল্প (এলডিডিপি) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য সচিব

৪। প্রদর্শনী স্টল ব্যবস্থাপনা উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ডাঃ নিলুফা বেগম, পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
২	ডাঃ মোঃ সফিউল আহাদ সরদার, পরিচালক, কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	সদস্য
৩	ডঃ মলয় কুমার শূর, প্রাণিসম্পদ ঔষধাগার, ৪৮, কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।	সদস্য
৪	ড. এবিএম খালেকুজ্জামান, পরিচালক, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, সাভার, ঢাকা।	সদস্য
৫	ড. হোসেন মোঃ সেলিম, পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত),পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬	জনাব জিনাত সুলতানা, উপপরিচালক (খামার), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৭	জনাব মেসবাহ উজ্জামান, কনসালটেন্ট (ফুড সেফটি) প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্প।	সদস্য
৮	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, সহকারি পরিচালক, পরিচালক উৎপাদনের দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৯	ইঞ্জিনিয়ার পার্থ প্রদীপ সরকার, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন (এলডিডিপি) প্রকল্প।	সদস্য সচিব

৫। র‍্যালি ব্যবস্থাপনা উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	ড. মোঃ মাহ্‌বুবুল আলম ভূঁঞা, উপপরিচালক (প্রশাসন) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
২	ডাঃ মোঃ গোলাম কবির, প্রকল্প পরিচালক, হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	সদস্য
৩	ড. আম্বিয় আক্তার, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সমমান, খামার শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৪	ডাঃ টি,এ,বি,এম, মোজাফ্‌ফর গণি ওসমানী, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ইপিডেমিওলজি ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৫	ড. মোহাম্মদ আহসান হাবীব, ইউএলও, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৬	ড. শেখ শাহীনুর ইসলাম, ডেপুটি চীফ এপিডেমোলজিস্ট, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।	সদস্য
৭	জনাব অভিজিত কুমার মোদক, ইউএলও, পরিকল্পনা শাখা, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
৮	ড. এবিএম মোস্তানুর রহমান, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।	সদস্য সচিব

৬। স্কুল মিল্ক ফিডিং সংক্রন্ত ব্যবস্থাপনা উপকমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১	জনাব দীপক রঞ্জন রায়, পরিচালক, সম্প্রসারণ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য
২	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন ভূঞা, প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাসচাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প।	সদস্য
৩	জনাব মোঃ শরীফুল হক, প্রকল্প পরিচালক, ব্লেক বেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।	সদস্য
৪	ডা. প্রাণকৃষ্ণ হাউলাদার, প্রকল্প পরিচালক, আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্প।	সদস্য
৫	ডা. এস.এম জিয়াউল হক, প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	সদস্য
৬	ডাঃ মোঃ মুহসীন তরফদার রাজু, প্রকল্প পরিচালক, মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	সদস্য

৭	প্রাণ ডেইরি এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	ব্র্যাক ডেইরি এর প্রতিনিধি	সদস্য
৯	রংপুর ডেইরি এন্ড ফুড প্রডাক্টস এর প্রতিনিধি	সদস্য
১০	মিল্ক ভিটা এর প্রতিনিধি	সদস্য
১১	ড. মোঃ শফিক-উল-আযম, উপ-প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)।	সদস্য সচিব



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ ও সভাপতি।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ উপলক্ষে স্কুলের শিক্ষার্থীদের দুধ খাওয়াচ্ছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী।

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১



আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে নির্বাচিত ডেইরি আইকনবৃন্দ।

ভূমিকা: সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উন্নত ও মানসম্পন্ন প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বাস্তাবায়ন করছে "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প"। পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৯-২০২৩) প্রাণিসম্পদ খাতের সর্ববৃহৎ এ উন্নয়ন প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক। ৪,২৮০ কোটি ৩৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ের এ প্রকল্পটি দেশের ৬১টি জেলার ৪৬৬ টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

প্রকল্পটিতে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ ক্ষুদ্র খামারিদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশ সহনশীল করে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং সফল দুগ্ধ খামারি/উদ্যোক্তাদের বাছাইপূর্বক সম্মাননা প্রদানের সংস্থান রয়েছে। নির্বাচিত এসব খামারি দেশের "ডেইরি আইকন" হিসেবে পরিচিত হবেন। প্রকল্প মেয়াদকালে প্রতিবছরই ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন বা উদযাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশে প্রথমবারের মতো এলডিডিপির আওতাধীন সকল উপজেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকা থেকে সফল খামারি/উদ্যোক্তা বাছাই করে "ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন-২০২১" আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়।



নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের জন্য নগদ অর্থ ও সার্টিফিকেটের পাশাপাশি দৃষ্টিনন্দন ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনের মূল উদ্দেশ্য হলো ডেইরিসহ প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আদর্শ খামার ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণিজ পণ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহে ব্যক্তি মালিকানাধীন খামার/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পুরষ্কার প্রদান এবং ভোক্তা ও জনসাধারণের মধ্যে প্রাণিজাত পণ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ডেইরি আইকন নির্বাচনের লক্ষ্যে শুরুতেই একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়। গঠন করা হয় কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি। প্রকল্পভূক্ত জেলাসমূহের ৪৬৬টি উপজেলা থেকে ৪টি ক্যাটাগরিতে (ডেইরি, দুগ্ধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, পশুখাদ্য প্রস্তুত ও খামার যান্ত্রিকীকরণ) সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মোট ৯৬টি আবেদন জমা পড়ে। এর মধ্য থেকে যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক মোট ৩৯ জন ডেইরি আইকন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। নির্বাচিত আইকনদের জাতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মাননা জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এলডিডিপি।

২০২২ এর ১লা জুন বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে রাজধানীর কৃষিবিদ ইন্সটিটিউটশন মিলনায়তনে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের হাতে পুরষ্কার তুলে দেন জনাব শ ম রেজাউল করিম এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সম্মানিত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা: মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা।

প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহের সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বাছাই কমিটির অনুমোদনক্রমে ৪টি ক্যাটাগরির মধ্যে ডেইরি ভ্যালু চেইনে ৪৫টি, দুধ/মাংস প্রক্রিয়াজতকরণে ২৬টি, পশুখাদ্য প্রস্তুতকারী ১৮টি ও খামার যান্ত্রিকীকরণ ক্যাটাগরিতে ০৮টি আবেদন প্রকল্প দপ্তরে জমা পড়ে। প্রাথমিক বাছাই কমিটি থেকে প্রাপ্ত এ সকল আবেদনপত্র ও অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠিত কেন্দ্রীয় বাছাই কমিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করে এবং অনুমোদিত গাইডলাইন মোতাবেক ক্যাটাগরি ভিত্তিক "ডেইরি আইকন-২০২১ মূল্যায়ন ফরমেট" প্রস্তুত করে। উক্ত ফরমেটে ১১টি মানদন্ড নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে টেবুলেশন শীট প্রস্তুত করে চূড়ান্ত বাছাই কার্য পরিচালনা করা হয়। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত এবং সম্মাননাপ্রাপ্ত ৪টি খাতভিত্তিক ৩৯ জন ডেইরি আইকনের তালিকা নিম্নরূপ:

১। ডেইরি ক্যাটাগরি:

ক্রমিক নং	নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলার নাম
১	নাহার ডেইরি, প্রো: মোঃ রকিবুর রহমান	চট্টগ্রাম
২	সাদিক এগ্রো, প্রো: মো: ইমরান হোসেন	ঢাকা
৩	থ্রী স্টার ফার্ম হাউজ, প্রো: নাসরিন ওসমান	নারয়নগঞ্জ
৪	কাজী ডি ফার্ম, প্রো: কাজী কামরুল হাসান	ফরিদপুর
৫	মা-বাবার দোয়া ডেইরি ফার্ম, প্রো: মোছা. আম্বিয়া খাতুন	ঝিনাইদহ
৬	আরিয়ান ফিশারীজ এন্ড এগ্রো, প্রো: মো: ফখরুদ্দিন রাজী	সিলেট
৭	জেকে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্ম	নোয়াখালী
৮	সমতা খামারবাড়ী, প্রো: ইফতারুল হাসান	ভোলা

৯	ফারহান ডেইরি এন্ড এগ্রো লিঃ, প্রোঃ হারুন অর রশীদ	বরিশাল
১০	এসএস এগ্রো, প্রো: জিএম মফিকুল ইসলাম	খুলনা
১১	প্রতীক ডেইরি ফার্ম, প্রো: উত্তমা রায়	লালমনিরহাট
১২	ধলাই ডেইরি, মো: আব্দুস সামাদ ফকির	সিরাজগঞ্জ
১৩	অরণ্য এগ্রো, প্রো: শাদমান আলিফ মীম রায়হান	জয়পুরহাট
১৪	উষা ফার্ম, প্রো: প্রতাপ ঘোষ	গাইবান্ধা
১৫	তন্ময় ডেইরি ফার্ম, প্রো: মো: আমিরুল ইসলাম	পাবনা



নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের হাতে ডামি চেক তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।



সম্মানিত অতিথিবৃন্দ ডামি চেক তুলে দিচ্ছেন নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের হাতে।

২। খামার যান্ত্রিকীকরণ ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলার নাম
১	মেসার্স শান্তা ডেইরি ফার্ম, প্রোঃ রিয়াজউদ্দিন	সিরাজগঞ্জ
২	ইয়ন বায়ো সাইন্স লিঃ, প্রোঃ মোমিন উদ্দৌলা	রংপুর
৩	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, সুবর্নচর	নোয়াখালী
৪	আর কে মেটাল, প্রোঃ পরিতোষ কুমার মালো	ফরিদপুর
৫	নবাবগঞ্জ এগ্রো মেশিনারিজ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, প্রোঃ মোঃ হাফিজুর রহমান	ঢাকা
৬	এস আর খামার, প্রোঃ মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	রংপুর

৩। দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলার নাম
১	বেঙ্গল মীট, প্রো: আহমেদ ফেরদৌস মোঃ আসিফ	পাবনা
২	আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ, প্রোঃ মোঃ বিল্লাল	নারায়নগঞ্জ
৩	দুধওয়ালা লিমিটেড, প্রকল্প প্রধান: মো: আমজাদ হোসেন চৌধুরী	সিলেট
৪	সরকার এগ্রো ফার্ম, প্রো: মোঃ মাহবুবুল আলম	নীলফামারী
৫	শেখ দই ঘর, প্রোঃ মোঃ মোস্তফা	গাইবান্ধা
৬	মেসার্স শাহনাজ ডেইরি ফার্ম, প্রো: মোঃ হারুন চৌধুরী	চট্টগ্রাম
৭	স্বদেশ সুইটস এন্ড পিউর ফুডস, প্রো: আব্দুল হামিদ	জামালপুর
৮	কোম্পানীগঞ্জ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রীজ লিঃ, প্রোঃ মোঃ ইউছুপ	নোয়াখালী
৯	সাদেক খান দই ঘর, প্রো: মোঃ আঃ মালেক	সিরাজগঞ্জ

৪। পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ক্যাটাগরি

ক্রমিক নং	নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	জেলার নাম
১	ইউনাইটেড ফিড লিঃ, প্রো: জনাব মোস্তফা কামাল	নারায়নগঞ্জ
২	এ আর ট্রেডিং, প্রো: মো: রাজু আহম্মেদ	রংপুর
৩	আর আর পি, প্রো: মো: মনছুর আলম	পাবনা
৪	কাজী ফার্মস, প্রো: নাছিমুল আলম	ভোলা
৫	মেঘডুবি এগ্রো, প্রো: মোহাম্মদ আলী শাহীন	ঢাকা
৬	পিসিএফ ফিডস, মোঃ শরীফুল ইসলাম	খুলনা
৭	বিসমিল্লাহ ফিডস, শেখ হেমায়েত উদ্দিন	বাগেরহাট
৮	সুগন্ধা ফিড মিলস লি:, মোঃ জিল্লুর ররহমান	ঝালকাঠি
৯	প্যারাগন পোল্ট্রি লি:, প্রো: মোশিউর রহমান	গাজীপুর

ডেইরি আইকন-২০২১ এর আওতায় ৪টি ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত উল্লিখিত ৩৯ জন খামারি/প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে প্রকল্প দপ্তর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রেরণ করে সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হয়। একইসাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ৩৯ জন ডেইরি আইকনের প্রত্যেকের অনুকূলে প্রকল্পের সংস্থান অনুসারে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার ক্রস চেক প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রত্যেককে একটি করে ক্রেস্ট ও প্রশংসাপত্র প্রদান করা হয়। নির্বাচিত আইকনগণ তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বাঁধ ভাঙ্গা উচ্ছ্বাস আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ স্বীকৃতি তাদেরকে প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে আরো নিবেদিত হবার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে বলে অনেকেই জানান। অনুরূপ আয়োজন প্রতিবছর যেন করা হয় সে বিষয়ে তারা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান। এ উপলক্ষে দেশের প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক মিডিয়া বিশেষ গুরুত্বের সাথে সংবাদ প্রচার করে।

ডেইরি আইকন ২০২১

নির্বাচন ও উদযাপনের সময়ক্রমঃ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সময়
১	ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ এর খসড়া গাইড লাইন প্রণয়ন	২০/০২/২০২২
২	ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ এর প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ বরাবর পত্র প্রেরণ	০৮/০৩/২০২২
৩	ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন	১৬/০৩/২০২২
৪	ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১ এর গাইড লাইনের চূড়ান্ত অনুমোদন	২০/০৩/২০২২
৫	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাগণ বরাবর জেলা ভিত্তিক ডেইরি আইকন বাছাইয়ের অনুরোধপত্র প্রেরণ	২১/০৩/২০২২
৬	জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বাছাই কমিটি গঠন	০৭/০৪/২০২২
৭	প্রাথমিক বাছাই কমিটি বরারবর আগ্রহী খামারি/উদ্যোক্তাদের আবেদনপত্র দাখিলের শেষ তারিখ	১৫/০৪/২০২২
৮	জেলা পর্যায়ের কমিটি থেকে প্রাথমিক তালিকা প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণের শেষ তারিখ	২৫/০৪/২০২২
৯	ডেইরি আইকন নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভা	১২/০৫/২০২২
১০	ডেইরি আইকন নির্বাচন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটির চূড়ান্ত সভা	২৩/০৫/২০২২
১১	চূড়ান্ত ফলাফল অবহিতকরণ ও পুরস্কার গ্রহণের অনুরোধপত্র প্রেরণ	২৯/০৫/২০২২
১২	কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশনে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান আয়োজন ও পুরস্কার প্রদান	০১/০৬/২০২২

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন

গাইডলাইন



প্রাণিজাত পণ্যের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে ক্রেস্ট বিতরণ করেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

১। ভূমিকা:

সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠনে প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস্য দুধ, মাংস ও ডিম। দুধ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ পানীয়, একটি আদর্শ খাবার। যেকোন বয়সের মানুষের জন্য দুধ অত্যন্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণের প্রবণতা দিন দিন বেড়ে চলেছে দুধসহ অন্যান্য প্রাণিজ আমিষের চাহিদাও প্রতিবছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বিগত দশকের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ বর্তমানে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দেশের চাহিদাকে সামনে রেখে দুগ্ধ উৎপাদনও উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে খামারি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ উদ্যোগী হওয়ায় বর্তমানে প্রাণিসম্পদ খাতের শিল্পায়ন হয়েছে এবং তা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

'ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন' প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের কম্পোনেন্ট খ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিবছর দেশের সফল দুগ্ধ খামারি/উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এ আয়োজনের সংস্থান প্রকল্পের ডিপিপিতে রাখা হয়েছে। সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে শুরুতেই ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনের উপর একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত গাইডলাইনে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে বাছাই কমিটি গঠন ও তার কার্যপরিধি, বাছাইয়ের ক্যাটাগরি ও মানদন্ড এবং মনোনয়ন ফর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সন্নিবেশিত করা হয়। নিম্নে গাইডলাইনটি হুবহু তুলে ধরা হলো:



ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. হিরন্ময় বিশ্বাস।

এ খাতকে আরও উজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎসাহ ও সেবা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা, বাজারজাতকরণসহ ক্ষুদ্র খামারিদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবেশ সহনশীল করে কাঙ্খিত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় ডেইরিসহ প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সফল খামারি/উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদানের সংস্থান রাখা হয়েছে যারা "ডেইরি আইকন" হিসেবে পরিচিত হবেন। প্রকল্পের মেয়াদকালীন প্রতিবছরই ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন উদযাপন করা হবে। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এলডিডিপি-এর আওতাধীন ৬১টি জেলার (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) ৪৬৬টি উপজেলা ও মেট্রো এলাকা থেকে সফল খামারি/উদ্যোক্তা বাছাই করে ২০২২ খ্রি: সনের ২য় কোয়ার্টারে "ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন-২০২১" জাতীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন করা হবে। ডেইরি ও পশুখাদ্য উৎপাদন/প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোক্তা, দুগ্ধ/মাংসজাত পণ্য বহুমুখীকরণ উদ্যোক্তা এবং খামার যান্ত্রিকীকরণ উদ্যোক্তা আইকনদের সেলিব্রেশনের নিমিত্তে এই খাতের আইকন নির্বাচন প্রকল্পের আওতাধীন ৪৬৬ টি উপজেলা ও মেট্রোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২। ডেইরি আইকনের সংজ্ঞা: 'আইকনের' অভিধানিক অর্থ প্রতীক। 'ডেইরি আইকন' বলতে একজন আদর্শ উদ্যোক্তা/ডেইরি খামারিকে বুঝানো হয়েছে যাকে আদর্শ হিসেবে সাধারণ খামারি/উদ্যোক্তাগণ গ্রহণ করতে পারেন। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খামারি/উদ্যোক্তাই হবেন "ডেইরি আইকন"।

৩। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ডেইরিসহ প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য আদর্শ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামার ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন ও নিরাপদ প্রাণীজ পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যক্তিমালিকানাধীন খামার/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ডেইরি আইকন-২০২১ হিসেবে খামারি/উদ্যোক্তাকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

- প্রাণিজাত পণ্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া সত্বেও এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব থাকায় প্রাণিজ পণ্য গ্রহণের ব্যাপারে জনসাধারণের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করাও এ আয়োজনের উদ্দেশ্য।

৪। জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বাছাই কমিটিঃ

৪.১ কমিটির গঠন ঃ

১	জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট জেলা	সভাপতি
২	উপ-পরিচালক কৃত্রিম প্রজনন, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৩	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৪	জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৫	সভাপতি, জেলা চেম্বাস অব কমার্স, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৬	সভাপতি, জেলা ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশন, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
৭	জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য-সচিব

৪.২) প্রাথমিক বাছাই কমিটির কার্য-পরিধিঃ

- ✓ কমিটি তাদের জেলা থেকে ক) ডেইরি, খ) দুধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ) পশু খাদ্য প্রস্তুত ও ঘ) খামার যান্ত্রিকীকরণ খাতে বিশেষ অবদান রাখছেন এরূপ খামারি, উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি ক্যাটাগরিতে ১ জন খামারি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে আইকন হিসেবে মোট ৪ জনকে নির্ধারিত মানদন্ড অনুসারে প্রাথমিকভাবে বাছাই করবে;
- ✓ আইকন নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রাণির মান, দুগ্ধ উৎপাদন দক্ষতা, উৎপাদিত দুগ্ধ/পণ্যের মান, খামার ব্যবস্থাপনা, আর্থিক লাভ, সমাজ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প ক্ষেত্রে তার ধারাবাহিক ৫ বছরের অবদানকে প্রাধান্য দিতে হবে;
- ✓ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নারী খামারিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
- ✓ নির্বাচিত খামারি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান বা প্রধানের নাম, পিতার নাম, ঠিকানা, এনআইডি, মোবাইল নং এবং কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে (মনোনয়ন ফরম মোতাবেক) তা উল্লেখ করে কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি তালিকা কেন্দ্রীয় কমিটি বরাবর প্রেরণ করতে হবে; এবং
- ✓ ডেইরি আইকন-২০২১ হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বাছাইকৃত খামারি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান-কে কেন্দ্রীয়ভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাদের উপস্থিতির ব্যবস্থা করতে হবে। সম্মাননা গ্রহণ করার জন্য প্রকল্প থেকে যাতায়তের ব্যয়ভার বহন করা হবে।

৫। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত বাছাই কমিটি

৫.১ কমিটির গঠন ঃ

১	অতিরিক্ত সচিব, প্রাণিসম্পদ/পরিকল্পনা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২	পরিচালক (প্রশাসন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৩	পরিচালক (কৃত্রিম প্রজনন), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	সদস্য
৪	অতিঃ মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), প্রধান কার্যালয়, মিল্ক ভিটা	সদস্য
৫	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এসিআই এগ্রিবিজনেস	সদস্য
৬	উপ-প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট), প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	সদস্য
৭	চিফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	সদস্য-সচিব

৫.২ কেন্দ্রীয় কমিটির কার্য-পরিধিঃ

- ✓ জেলা কমিটি থেকে প্রাপ্ত তালিকা যাচাই বাছাই করবে ও চূড়ান্তভাবে সুনির্দিষ্ট মান দন্ড অনুসারে ০৪ (চার) টি ক্যাটেগরী প্রতি ক্যাটেগরীতে (ক. ডেইরি, খ. দুধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, গ. পশু খাদ্য প্রস্তুত ও ঘ. খামার যান্ত্রিকীকরণ) ১০ জন হিসেবে মোট ৪০ জন খামারি/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত করবে।
- ✓ মোট প্রাপ্ত আবেদনের মেরিট ও সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে ভ্যালু চেইন ভিত্তিক পুরস্কারের ক্যাটেগরী ভিত্তিক সংখ্যা প্রয়োজনে পূনঃ নির্ধারণ করবে।

৬। ডেইরি আইকন-২০২১ বাছাইয়ের মানদন্ডঃ

৬.১ ডেইরি ভ্যালু চেইনঃ

- খামারির নূন্যতম ৫টি বা তদূর্দ্ধ দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী (বিশুদ্ধ/সংকর জাত) থাকতে হবে খামারে প্রতিদিন গাভীপ্রতি গড় দুধ উৎপাদন কমপক্ষে ১০ লিটার হতে হবে;
- দুগ্ধ খামার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত ও হালনাগাদ নবায়নকৃত হতে হবে;
- রেকর্ড কিপিং ও সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারসমূহ হালনাগাদ থাকতে হবে;
- খামারে জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আধুনিক ও হালনাগাদ থাকতে হবে;
- খামারে বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা মানসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব হতে হবে;
- এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব সম্পর্কে খামারীকে সচেতন থাকতে;
- ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরীতে পারদর্শীতা থাকতে হবে;
- সমাজে খামারীর উল্লেখযোগ্য অবদান যেমন-দুধের প্রাপ্রতা নিশ্চিতকরণ, ন্যায্যমূল্যে দুধ বিক্রয়, ভেজালমুক্ত দুধ সরবরাহ, সমাজের বঞ্চিত জনগোষ্ঠি এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট দিনে সুলভ বা বিনামূল্যে দুধ সরবরাহ করা, দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে সাড়া দিয়ে পুষ্টির যোগান দেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, পিছিয়ে থাকা খামারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, ঘাস উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ঘাসের কাটিং বিতরণ ইত্যাদি;

এছাড়া খামার বাছাইয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- ✓ খামারিকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে;
- ✓ খামারে নারীর অংশগ্রহণ থাকতে হবে;
- ✓ কত জনের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ✓ লাভজনকভাবে খামার পরিচালনা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- ✓ ডেইরি শিল্পে খামার/খামারির অবদান; এবং
- ✓ খামার সফলতার বিবরণ: সংযুক্তি-১ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।

৬.২ দুগ্ধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ আইকন ভ্যালু চেইনঃ

- উদ্যোক্তার দুগ্ধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো/প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে;
- কি কি পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে থাকেন;
- দৈনিক কমপক্ষে ২০০ লি: দুধ/২০০ কেজি মাংস প্রক্রিয়াজাত করার সক্ষমতা থাকতে হবে;
- SOP (Standard operation procedures) অনুসরণপূর্বক প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হতে হবে;
- কারখানায় বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা মানসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব হতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রিকৃত/ট্রেড লাইসেন্স ও হালনাগাদ নবায়নকৃত থাকতে হবে;
- সমাজে উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য অবদান যেমন-দুধ/মাংসের প্রাপ্রতা নিশ্চিতকরণ, খামারি/বিক্রেতার নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে দুধ/মাংস ক্রয়, কাঁচামাল হিসেবে মান সম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত দুধ/মাংস ক্রয় এবং মান সম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত পণ্য সরবরাহ, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অথবা সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য নির্দিষ্ট দিনে সুলভ বা বিনামূল্যে পণ্য সরবরাহ করা, দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে সাড়া দিয়ে পুষ্টির যোগান দেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি বা পিছিয়ে থাকা উদোক্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি;
- স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য বিধি মোতাবেক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করার প্রমাণক থাকতে হবে;
- জনবল কাঠামোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন জনবল থাকতে হবে;

এ ছাড়া খামার/উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান বাছাইয়েঃ

- ✓ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে;
- ✓ প্রতিষ্ঠানে নারীর অংশগ্রহণ;
- ✓ কত জনের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- ✓ লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- ✓ সংশ্লিষ্ট শিল্পে উদ্যোক্তার অবদান; এবং
- ✓ উদ্যোক্তার সফলতার বিবরণ: সংযুক্তি-২ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।

৬.৩) পশুখাদ্য প্রস্তুত ভ্যালু চেইনঃ

- উদ্যোক্তার প্রাণিসম্পদ-খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ-এর জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কারখানা থাকতে হবে;
- মান সম্মত খাদ্য উপকরণ/কাঁচামাল খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহারের প্রমাণক থাকতে হবে।
- উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নিশ্চিত করতে হবে।
- দৈনিক কমপক্ষে ১০০ টন প্রাণিসম্পদ খাদ্য তৈরি/প্রক্রিয়াজাত করার রেকর্ড থাকতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে রেজিষ্ট্রিকৃত/ট্রেড লাইসেন্স হালনাগাদ নবায়নকৃত থাকতে হবে;
- কারখানায় উৎপাদিত প্রাণিখাদ্যে গুনগত মান নিশ্চিত করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে নমূনাসমূহ রেফারেন্স ল্যাবে পরিক্ষা করে আপডেট ও সার্টিফিকেশন থাকতে হবে।

- সমাজে উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য অবদান যেমন-পশু খাদ্যের কাঁচামাল হিসেবে মান সম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত খাদ্য উপকরণ ব্যবহার এবং মান সম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত প্রাণিসম্পদ-খাদ্য সরবরাহ ও ন্যায্যমূল্যে বিক্রয়, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নে অবদান, দেশ ও জাতির সংকটময় মুহূর্তে সাড়া দিয়ে পশুর পুষ্টির যোগান দেয়ার জন্য বিশেষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, নতুন খামারি বা উদ্যোক্তা তৈরি বা পিছিয়ে থাকা খামারি উদোক্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি;
- কারখানায় বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা মানসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব হতে হবে;
- পশুখাদ্য আইন-২০১০ এবং বিধি ২০১৩ অনুসরণীয় হতে হবে;

এ ছাড়া প্রাণিখাদ্য উৎপাদনকারী বাছাইয়ে নিম্নোক্ত মানদন্ড বিবেচনায় নিতে হবেঃ

- ✓ ঘাস উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ঘাসের কাটিং বিতরণ;
- ✓ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ
- ✓ নারীর অংশগ্রহণ
- ✓ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা
- ✓ লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- ✓ সংশ্লিষ্ট শিল্পে উদ্যোক্তার অবদান; এবং
- ✓ উদ্যোক্তার সফলতার বিবরণ: সংযুক্তি-৩ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।

৬.৪) খামার যান্ত্রিকীকরণ ভেলু চেইনঃ

- উদ্যোক্তার প্রাণিসম্পদ- খামার যান্ত্রিকীকরণ -এর জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কারখানা থাকতে হবে;
- প্রাণিসম্পদ-খামার যান্ত্রিকীকরণ কারখানা/প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত উপকরণ/কাঁচা মালের উৎস্য ও ধরন
- খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রতিষ্ঠানটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন, ট্রেড লাইলেন্স/রেজিস্ট্রেশন ও হালনাগাদ নবায়নকৃত থাকতে হবে।
- সমাজে উদ্যোক্তার উল্লেখযোগ্য অবদান যেমন-পশু খাদ্যের কাঁচামাল হিসেবে মান সম্পন্ন ও ভেজালমুক্ত খাদ্য উপকরণ প্রস্তুতে অবদান এবং সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নে অবদান, নতুন খামারী বা উদ্যোক্তা তৈরি বা পিছিয়ে থাকা খামারি উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান ইত্যাদি;

এ ছাড়া প্রাণিখাদ্য উৎপাদনকারী বাছাইয়ে নিম্নোক্ত মানদন্ড বিবেচনায় নিতে হবেঃ

- ✓ উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ
- ✓ নারীর অংশগ্রহণ
- ✓ কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা;
- ✓ লাভজনকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব;
- ✓ সংশ্লিষ্ট শিল্পে উদ্যোক্তার অবদান; এবং
- ✓ উদ্যোক্তার সফলতার বিবরণ: সংযুক্তি-৪ মোতাবেক সংযুক্ত করতে হবে।

“ডেইরি আইকন”-এর মনোনয়ন ফরম

(টাইপ করে ফরম পূরণ করতে হবে, প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

ছবি

১। ভেলু চেইনের নাম:

২। মনোনীত খামারি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম:

পিতা/স্বামীর নাম:

মাতার নাম:

ঠিকানা: গ্রাম: ডাকঘর:

উপজেলা: জেলা:

বয়স: পেশা:

৩। খামার/প্রতিষ্ঠানের বিবরণসহ বিগত ৫ বছরের তথ্য (সংযুক্ত ছকপত্র মোতাবেক)ঃ
৪। সফলতা অর্জনের বিশেষ বিবরণ:
ক) নিজস্ব কোন গবেষণার ফলাফল (যদি থাকে) ..... (সংযুক্ত করতে হবে) .....
খ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অবদানের বিবরণ (যদি থাকে) ..... (সংযুক্ত করতে হবে) .....
গ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে পুরস্কার প্রাপ্তির বিবরণ (যদি থাকে), (সংযুক্ত করতে হবে) .....
৫। খামার/প্রতিষ্ঠানের ছবি (সংযুক্ত করতে হবে)ঃ

৬। জেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মূল্যায়ন/সুপারিশ/মতামতসহ স্বাক্ষরঃ

৭। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির মূল্যায়ন/ সুপারিশ/ মতামতসহ স্বাক্ষরঃ

ডেইরি আইকন ২০২১ এর মনোনয়পত্র দাখিল ও বাছাইয়ের সম্ভাব্য তফসিল নিম্নরূপ

প্রকল্প দপ্তর থেকে আইকন নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ	১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২
জেলা কমিটির নিকট মনোনয়ন ফরম দাখিলের সর্বশেষ তারিখ	৩০ মার্চ ২০২২
জেলা কমিটি কর্তৃক নিকট মনোনয়ন বাছাইপূর্বক পিএমইউতে সর্বশেষ তারিখ	১৫ এপ্রিল ২০২২
কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মনোনয়ন চূড়ান্তকরণের সর্বশেষ তারিখ ও প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ	১৫ মে ২০২২
ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানের তারিখ	০১ জুন ২০২২



বিশ্ব দুগ্ধ দিবসের অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে প্রবেশের গেট।



ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নকুল কুমার বিশ্বাস।

ডেইরি আইকন নির্বাচনের ফ্লো-চার্ট নিম্নে দেয়া হলো



চিত্র: ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ফ্লো-চার্ট

সংযুক্তিঃ ১. ডেইরি ভেলু চেইন

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে যথোপযুক্তভাবে ডেইরি আইকন-২০২১ মনোনয়ন করতে হবে।

মনোনয়নপ্রার্থী খামারি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ঃ----------

ঠিকানা ঃ----------

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রদত্ত খামার/প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ঃ----------

সন	গবাদিপশুর মোট সংখ্যা					দুধ উৎপাদন ও ব্যবহার				ঘাস চাষ ও সাইলেজ তৈরী					বার্ষিক মোট নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	খামারের আয়-ব্যয়			উন্নত ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা কেমন?	খামারী বছরে কতজনকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়?	সব ধরনের রেকর্ড রাখা হয় কিনা? (হাঁ/না)
	জাত/ ব্রীড (বিশুদ্ধ/ সংকর/ দেশী)	গাভী	বকনা	বাছুর	মোট সংখ্যা	দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন (লি:)	একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদন (লি:)	বিক্রিত দুধের পরিমান (লি:)	প্রক্রিয়া জাত দুধের পরিমান (লি:)	নিজস্ব মোট জমি (একর)	ঘাসের মোট জমি (একর)	ঘাসের জাত/ প্রজাতি	বার্ষিক ঘাস উৎপাদন (টন/ কেজি)	বার্ষিক সাইলেজ উৎপাদন (টন/ কেজি)		বার্ষিক মোট ব্যয় (টাকা)	বার্ষিক মোট আয় (টাকা)	বার্ষিক নীট আয় (টাকা) (১৮-১৭)			
	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

সংযুক্তিঃ ২. দুগ্ধ/মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ চেইন

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে যথোপযুক্তভাবে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক আইকন-২০২১ মনোনয়ন করতে হবে।

মনোনয়নপ্রার্থী খামারি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ঃ----------

ঠিকানা ঃ----------

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন/ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ঃ----------

সন	পণ্যের নাম	প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের বাৎসরিক উৎপাদন ও আয়-ব্যয় বিবরণ				বার্ষিক মোট নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা কেমন	পণ্য বিক্রয় দেশে/বিদেশে	মন্তব্য
		পণ্য উৎপাদনের বার্ষিক পরিমান (কেজি)	পণ্যের উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বার্ষিক নীট আয় (টাকা)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন এলডিডিপির প্রকল্প পরিচালক।

সংযুক্তিঃ ৩. পশু খাদ্য প্রস্তুত ভ্যালু চেইন

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যয়ন করে যথোপযুক্তভাবে প্রাণিসম্পদ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক আইকন-২০২১ মনোনয়ন করতে হবে।

মনোনয়নপ্রার্থী খামারি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ঃ----------

ঠিকানা ঃ----------

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ঃ----------

সন	প্রাণিসম্পদ খাদ্য পণ্যের নাম	প্রাণিসম্পদ খাদ্য পণ্য তৈরি ও প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের বাৎসরিক উৎপাদন ও আয়ের বিবরণ				বার্ষিক মোট নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	খাদ্য উৎপাদনে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও মান কেমন	পণ্য বিক্রয় দেশে/বিদেশে	মন্তব্য
		খাদ্য পণ্য উৎপাদনের বার্ষিক পরিমান (কেজি)	খাদ্য-পণ্যের উৎপাদন ব্যয় (টাকা)	উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বার্ষিক নীট আয় (টাকা)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ।



দুগ্ধজাত পণ্যের প্রদর্শনী স্টল।

সংযুক্তিঃ ৪. খামার যান্ত্রিকীকরণ ভ্যালু চেইন

নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী বিগত ৫ বছরের তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে যথোপযুক্তভাবে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক আইকন-২০২১ মনোনয়ন করতে হবে।

মনোনয়নপ্রার্থী খামারি/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ঃ----------

ঠিকানা ঃ----------

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ঃ----------

সন	প্রাণিসম্পদ খামার যান্ত্রিকীকরণ পণ্যের বিবরণ	প্রাণিসম্পদ খামার যান্ত্রিকীকরণ শিল্পে বাৎসরিক ও আয় বিবরণ				বার্ষিক মোট নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা	খাদ্য উৎপাদনে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও মান কেমন	পণ্য বিক্রয় দেশে/বিদেশে	মন্তব্য
		এ খাতে বার্ষিক উৎপাদন পরিমান	মোট ব্যয় (টাকা)	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	বার্ষিক নীট আয় (টাকা)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০



প্রাণিজাত পণ্যের প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারীদের ক্রেস্ট প্রদান করা হচ্ছে।



বিশ্ব দুগ্ধ দিবস ২০২২ ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ওয়াকওয়ে।

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১

ক্রমিক	ক্যাটাগরি	নির্বাচিত আইকন
১	দুগ্ধ খামার	১৫
২	খামার যান্ত্রিকীকরণ	৬
৩	দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ	৯
৪	পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	৯
মোট		৩৯

৪টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৩৯ জন ডেইরি আইকনের
সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি

ক্যাটাগরিঃ দুগ্ধ খামার

মোট নির্বাচিত খামারঃ ১৫টি



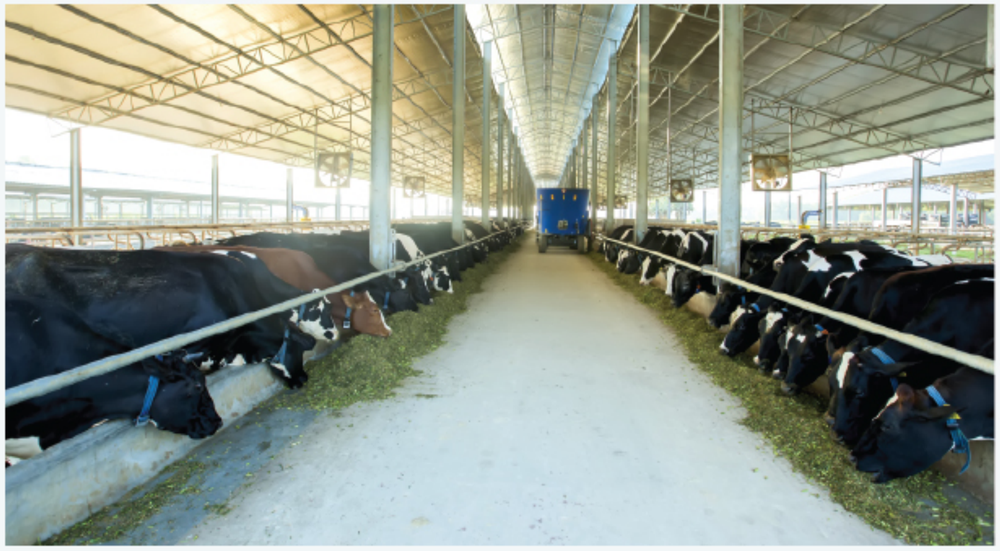
দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১

নাহার ডেইরি

নাহার ডেইরি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহায় অবস্থিত একটি দুগ্ধ খামার। খামারটির যাত্রা শুরু হয় ২০১১ সালে। বর্তমানে খামারটির মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১২৮৭টি। এর মধ্যে ৩২৫টি দুগ্ধবতী গাভীসহ ৫৮৩টি গাভী, ১৭৮টি বকনা ও ৫২৬টি বাছুর রয়েছে। প্রতিটি গাভীর দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ১৪ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ উৎপাদন ৩৮ লিটার। খামারটিতে দৈনিক দুধ উৎপাদিত হয় প্রায় ৪৫৫০ লিটার। এর মধ্যে প্রতিদিন বিক্রয় করা হয় প্রায় ৪১৮০ লিটার এবং প্রক্রিয়াজাত করা হয় প্রায় ৩০০ লিটার।

নাহার ডেইরি খামারে রয়েছে ইউরোপিয় প্রযুক্তিতে তৈরি ৭টি শেড। শেডগুলোতে বাছুর, বকনা-বাছুর, ষাঁড়, গর্ভবতী গাভী ও দুগ্ধবতী গাভীগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে লালন-পালন করা হয়। গবাদিপশুগুলোর বিচরণের জন্য খোলা জায়গারও ব্যবস্থা আছে।

নাহার ডেইরির আয়তন ৪৪ একর। তবে প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব ও লিজের মাধ্যমে উন্নত জাতের ঘাস চাষ করে ২১৫ একর জমিতে। এর মধ্যে নেপিয়ার, জার্মান ও পাকচং ঘাস উল্লেখযোগ্য। বছরে মোট ৪১৫০ টন ঘাস উৎপাদন করা হয় এবং সাইলেজ তৈরি করা হয় ১৫৫০ টন। পশুখাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য উন্নতমানের ঘাস চাষের পাশাপাশি ভুট্টা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করে নিয়মিত সাইলেজ তৈরি করা হয়। খামারটির রয়েছে নিজস্ব ফিড মিল, টিএমআর মেসিন ইত্যাদি।







এছাড়া প্রতিটি শেডে রয়েছে গ্রুমিং মেসিন। এর সাহায্যে গবাদিপশুগুলো পিঠ পরিষ্কার করতে পারে। তাদের গোসলের আধুনিক ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। গোসল করেই দুগ্ধবতী গাভীগুলোকে মিল্কিং পার্লারে যেতে হয়। এ পার্লারের সাহায্যে অটোমেটেড পদ্ধতিতে দুধ দোহন করা হয়। দোহনের পর স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ ও মোড়কজাত করে বাজারজাত করা হয়। দুধ থেকে এখানে উৎপাদিত হয় ঘি, মিষ্টি দই, টক দই, লাবান ও মাঠা। দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাত করার জন্য খামারটির রয়েছে নিজস্ব ফ্রিজার ভ্যান।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে নাহার ডেইরি আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে থাকে। প্রতিটি পশুর গলায় রয়েছে এক্টিভেটেড বেল্ট। কাস্টমাইজড সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রতিটি গরুর কর্মকান্ড আলাদা আলাদাভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এভাবে জেনেটিক তথ্য, শারীরিক অবস্থা, উৎপাদন ও প্রজনন তথ্য, টিকা, কৃমিনাশক ও চিকিৎসা প্রদানের তথ্য, কর্মক্ষমতা বিশ্লেষণ রেকর্ড, ওজন পরিমাপের রেকর্ড এবং ক্লিনিকাল টেস্ট রিপোর্টের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণ করা হয়।





বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও ফার্মটি যত্নবান। তাদের রয়েছে নিজস্ব বায়ো ফার্টিলাইজার প্লান্ট। স্ক্রেবারের সাহায্যে গোবর পরিষ্কার করে তা প্লান্টে জমা করা হয়। সেখানে তৈরি হয় জৈব সার ও বায়োগ্যাস। প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা এবং জৈব নিরাপত্তারও সুব্যবস্থা রয়েছে। স্থানীয় খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে নাহার ডেইরি। খামারটিতে বর্তমানে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ১৩০। বার্ষিক মোট আয় ৮,০৬,২৫,৩২৩ টাকা এবং যাবতীয় ব্যয় বাদে নীট লাভ হয় ১২,১৬,৮০০ টাকা।

নাহার ডেইরির প্রধান জনাব মো: রকিবুর রহমান। তার পিতা মৃত টি এস মাহবুবুর রহমান ও মাতা মৃত সামছুন নাহার। তিনি চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলীর দক্ষিণ খুলশী এলাকার বাসিন্দা।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-২

সাদিক এগ্রো

সাদিক এগ্রো রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বসিলায় অবস্থিত। ২০০৯ সালে ৬টি দুগ্ধজাত গাভী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এ খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১৮০০টি। এর মধ্যে ৩৫০টি গাভী, ১০৫টি বকনা এবং ১২০টি বাছুর। বাকিগুলো ষাড় গরু। বৈচিত্রময় এ খামারটিতে আরো রয়েছে নানা প্রজাতির ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট এবং বিভিন্ন সৌখিন পশুপাখি। ঢাকার বাইরে চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, পাবনা, যশোর এবং কুমিল্লাতেও সাদিক এগ্রোর খামার রয়েছে।

সাদিক এগ্রোতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৪২০০ লিটার এবং একটি গাভী একদিনে একক সর্বোচ্চ দুধ দেয় ৪৯ লিটার। প্রতিদিন বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ৩০০০ লিটার এবং দৈনন্দিন প্রক্রিয়াজাত দুধের পরিমান ১২০০ লিটার। এখানে দুধ থেকে বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়।

সাদিক এগ্রোর নিজস্ব জমির পরিমান ১২৭ একর। তবে মোট ২২৫ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করা হয়। খামারটিতে প্রধানত ভুট্টা চাষ করা হয়ে থাকে। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ২১২৬ টন এবং সাইলেজ উৎপাদন করা হয় ৯১১ টন। ৩ জন কর্মী নিয়ে যাত্রা শুরু করা সাদিক এগ্রোতে এখন কর্মরত রয়েছেন ৫৭ জন কর্মী। এখানে ব্যবহার করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নতমানের পশুখাদ্য।







সাদিক এগ্রো বর্তমানে বছরে ১৫.৩৩ লাখ কেজি দুধ এবং ৩.৬৫ লাখ কেজি মাংস উৎপাদন করে। দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এবং মাংস ও মাংসজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করে বছরে মোট আয় করছে প্রায় ১২৭ কোটি টাকা। সফলভাবে খামার পরিচালনার পাশাপাশি জাত উন্নয়ন গবেষণায় সাদিক এগ্রোর রয়েছে বিশেষ অবদান। এ পর্যন্ত ভারতীয় বেতাল ও তোতাপুরি ছাগল, পাকিস্তানী বারবারি জাতের ছাগল, সৌদি আরবের আওসি ও টার্কি দুম্বা, দক্ষিন আফ্রিকার ডরপার এবং দেশি গরুর সাথে আমেরিকার ব্রাহমা জাতের গবেষণা ও প্রজনন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

প্রতি বছর দুগ্ধ দিবসে শিশু ও গরিব-দুস্থদের মাঝে দুধ বিতরণ, রমজানে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমান দুধ ও মাংস বিতরণ, লকডাউনের সময় দেশে দুধ ও মাংসের হোম ডেলিভারি সিস্টেম চালু, সিটি কর্পোরেশন ও ই-ক্যাবের সাথে যৌথভাবে অনলাইনে পশু বেচাকেনার উদ্যোগ গ্রহণ করে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে খামারটি।

আধুনিক পদ্ধতিতে খামার পরিচালনা এবং প্রাণিসম্পদ খাতে অসামান্য অবদানের জন্য সাদিক এগ্রো ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২১, প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী ২০২২ এর প্রথম পুরস্কার এবং এসিআই বেস্ট কন্ট্রিবিউশন এওয়ার্ড ২০২০ সহ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করেছে। সাদিক এগ্রোর কর্ণধার জনাব মো: ইমরান হোসেন সফলভাবে খামার পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশ ডেইরি ফার্মারস এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।





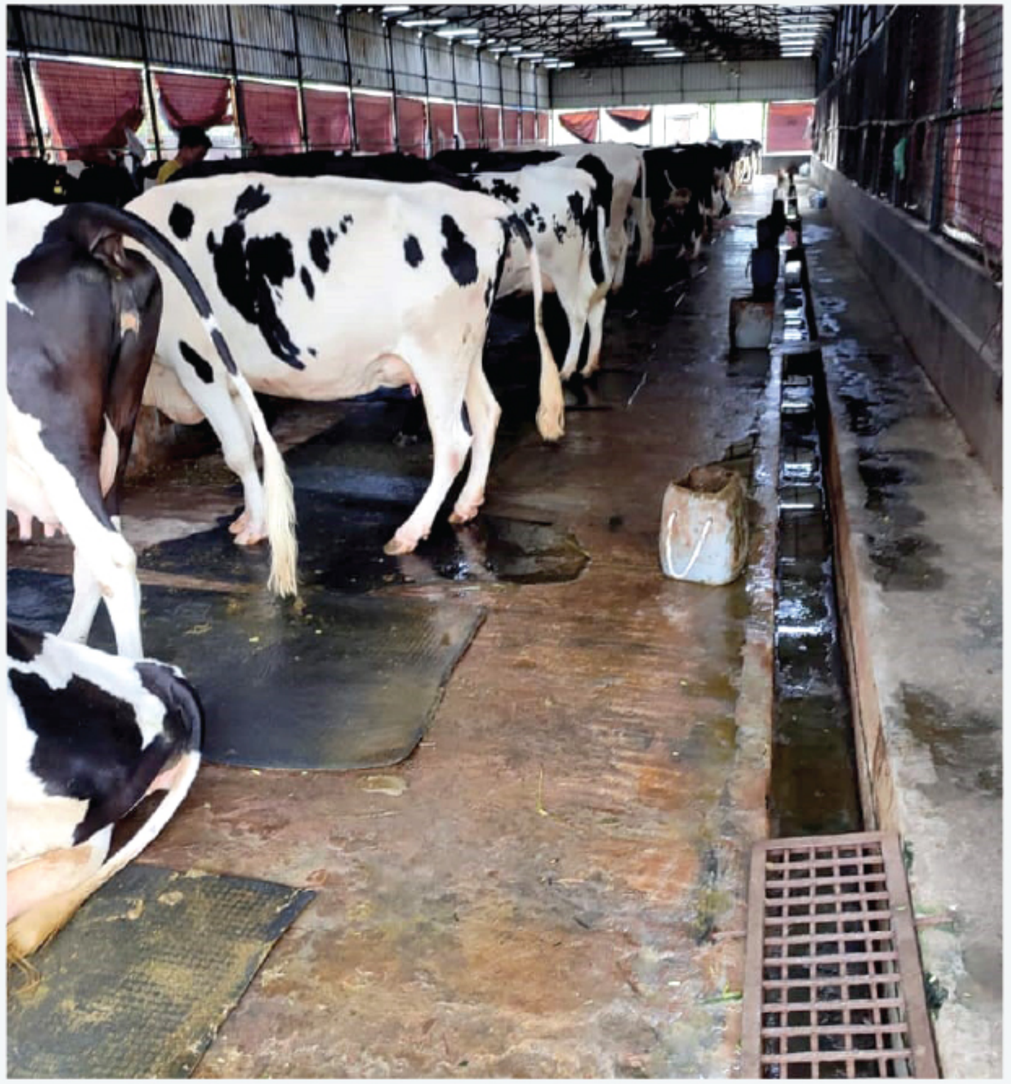
দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৩

থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজ

থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজের অবস্থান নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায়। ১৯৮৫ সালে ৩টি গাভী ও ২ জন কর্মচারী নিয়ে খামারটি যাত্রা শুরু করে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৫৯৮টি। এর মধ্যে ৩১১টি গাভী, ১৭৩টি বকনা এবং ১১৪টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ২৩০ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ২১৯৫ লিটার। বাৎসরিক বিক্রিত দুধের পরিমান ২,২৩,৯৫৯ লিটার এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধের পরিমান ২৮,২০০ লিটার। খামারটিতে উৎপাদিত দুধ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন ধরনের দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।





থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজের নিজস্ব জমির পরিমান ৫০ শতাংশ। তবে মোট ২০০ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করা হয়। গোখাদ্য হিসেবে প্রধানত ভুট্টা ও নেপিয়ার চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ৪,৮০,০০০ কেজি এবং সাইলেজ উৎপাদন করা হয় ৬৫,৬৫৬ কেজি।

এখানে ব্যবহার করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উন্নতমানের পশুখাদ্য। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণ আধুনিক মেশিন দ্বারা বিশুদ্ধভাবে দুগ্ধ দোহন, সংরক্ষণ, পাস্তুরাইজেশন ও প্যাকেটজাত করা হয়। খামারটি খাঁটি ঘি, দধি ও মিষ্টিজাত দ্রব্যাদি তৈরিতেও রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এছাড়া খামারের বর্জ্য মেশিনের সাহায্যে পরিশোধিত করে এখানে জৈবসার উৎপাদন করা হয়।





থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজ দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করে বছরে মোট আয় করে ১,৫১,৬১,৯৭১ টাকা। সুলভ মূল্যে দুধ বিক্রয়ের জন্য থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজের বিশেষ সুনাম রয়েছে। রমজান মাসে এ খামার থেকে প্রতিদিন ৩০০ লিটার দুধ ও ১২টি গবাদিপশুর মাংস সূলভ মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে।

থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজ থেকে প্রতি বছর দরিদ্র পরিবারের মাঝে বকনা বাছুর ও ছাগলের বাচ্চা পালনের জন্য দান করা হয়ে থাকে। গত বছর ৫৭টি পরিবারের মাঝে ৪৪টি বকনা ও ১৫টি ছাগি দান করা হয়। ফার্মটির আয় থেকে কর্মচারীরেদর বেতন পরিশোধ করার পাশাপাশি লভ্যংশের ৫০ ভাগ অর্থ কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

থ্রি-স্টার ফার্ম হাউজের প্রতিষ্ঠান প্রধান নাসরিন ওসমান। তাঁর স্বামী জনাব এ কে এম সেলিম ওসমান।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৪

কাজী “ডি” ফার্ম

২০০৮ সালে মাত্র ১টি গাভী নিয়ে ফরিদপুরের পশ্চিম খাবাসপুরে কাজী “ডি” ফার্ম যাত্রা শুরু করে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৭৮টি। এর মধ্যে ৩৭টি গাভী, ২২টি বকনা এবং ১৯টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

কাজী “ডি” ফার্মের মালিক কাজী কামরুল হাসান মূলত: একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী হলেও গবাদিপশু পালনে তার ছিল গভীর আগ্রহ। ফরিদপুর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাকে এ আগ্রহের কথা বলতেই তিনি বিভিন্ন পরামর্শ আর উৎসাহ প্রদান করেন। এখন থেকে দেড় যুগ আগে সেই যে যাত্রা শুরু হলো এরপর আর তাকে ফিরে তাকাতে হয়নি। এভাবে একজন ফার্নিচার ব্যবসায়ী হয়ে গেলেন দেশের অনুকরণীয় এক গবাদিপশুর খামারি।

কাজী “ডি” ফার্মে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৩৩০ লিটার। প্রতিদিন বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ৩২৫ লিটার এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধের পরিমান ৪০ লিটার। তাদের নিজস্ব জমির পরিমান ২ একর। তবে নিজের এবং অন্যের মিলিয়ে মোট ৫ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করা হয়। গোখাদ্য হিসেবে খামারটিতে বর্তমানে পাকচং ও জাম্বু চাষ করা হয়ে থাকে। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ২,০১,৬০০ কেজি এবং সাইলেজ উৎপাদন করা হয় ১,৮০,০০০ কেজি। খামারটির বার্ষিক মোট নীট আয় ৪৯,৬০,০০০ টাকা।

খামারটিতে ব্যবহার করা হয় ঘাস চপিং ও সাইলেজ তৈরি করার আধুনিক মেশিন। নিজস্ব গুদামজাত সাইলেজ দিয়ে খামারের এক বছরের চাহিদা মেটানো যায়। এখানে ব্যবহার করা হয় মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেসিনসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি। উন্নতমানের ঘি তৈরি হয় ফার্মটিতে। সেই সাথে উৎপাদন করা হয় জৈব সার। রয়েছে নিজেদের দুধ বিক্রয় কেন্দ্র ও নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।





দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৫

মা বাবার দোয়া ডেইরি ফার্ম

আম্বিয়া খাতুন লাকি একজন নারী উদ্যোক্তা। গবাদিপশু লালন-পালন করে তিনি আজ অনকরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিনত হয়েছেন। তার খামারের নাম "মা বাবার দোয়া ডেইরি ফার্ম"। খামারটি ঝিনাইদহের সাধুহাটির বাদপুকুরে অবস্থিত। তিনি একসময় ভাগ্যান্বেষণে লিবিয়া যান। সেখানে বেশ কিছুদিন কাজ করার পর দেশে ফিরে আসেন। ফেরার গল্পটি যেমন আনন্দের ছিল না, তেমনি ফিরে এসে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সংগ্রামটিও ছিল ঘটনাবহুল। শেষ পর্যন্ত তিনি গরুর খামার করার সিদ্ধান্ত নেন। পাঁচটি গাভী ক্রয় করেন। অতপর ঝিনাইদহ উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও সহায়তায় একটু একটু করে এগিয়ে যান।

আম্বিয়া খাতুনের খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৫৩টি। এর মধ্যে ২৫টি গাভী, ৮টি বকনা এবং ২০টি বাছুর রয়েছে। এদের লালন-পালনের জন্য ৬ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। পাশাপাশি তিনি মুরগী, হাঁস, কবুতর এবং ছাগল পালন করেন। মা বাবার দোয়া ডেইরি ফার্মে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৪৫৫ লিটার। বাৎসরিক বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ৩৬,১৬৫ লিটার এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধের পরিমান ১০,৩০০ লিটার।





ফার্মটির নিজস্ব জমির পরিমান ৭.২৮ একর। এর মধ্যে ৫.২ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করা হয়। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে নেপিয়ার ও পাকচং চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ১০৪০ টন এবং সাইলেজ উৎপাদন করা হয় ৮০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ১৮,০৮,২৫০ টাকা। যাবতীয় খরচ বাদে নীট মুনাফা থাকে ৯,৭৮,৯৫০ টাকা।

মা বাবার দোয়া ডেইরি ফার্মের মাধ্যমে আম্বিয়া খাতুন লাকি আজ শুধু স্বাবলম্বীই হননি। তিনি হয়েছেন সমাজের অন্য নারীদের কাছে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। খামারের পরিচিতি, স্বচ্ছলতা আর ব্যক্তিগত সুনামের কারণে তিনি সাধুহাটি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছেন।

দুগ্ধ খামারঃ ডেইরি আইকন-৬

আরিয়ান ফিসারিজ এন্ড এগ্রো ফার্ম

আরিয়ান ফিসারিজ এন্ড এগ্রো ফার্মের অবস্থান সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার জগতপুরে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১৬৮টি। এর মধ্যে ৭৫টি গাভী, ৩৪টি বকনা এবং ৫৯টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ৩২ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। ফার্মটির প্রতিটি গাভী দৈনিক গড়ে দুধ দেয় ১২.৩ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদন ৩৭ লিটার। খামারটির বাৎসরিক বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ৩,৩৬,৭১৩ লিটার এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত দুধের পরিমান ৭৪,০৭৬ লিটার।

আরিয়ান ফিসারিজ এন্ড এগ্রো ফার্মের নিজস্ব জমির পরিমান ৩১ একর। এর ২৫ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করা হয়। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে জার্মান, পাকচং ও ভুট্টা চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ১৪৫০ টন এবং সাইলেজ উৎপাদন করা হয় ৩৩০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ২,১৬,৪৪,০০০ টাকা।





খামারটি বাজারের রেডি ক্যাটল ফিডের পরিবর্তে প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী রেশন ফর্মুলেশনের মাধ্যমে খাবার তৈরি করে ব্যবহার করে। এতে খামারটিতে একদিকে যেমন দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে তেমনি গাভীর বাচ্চাধারণ ক্ষমতাও বেড়ে গেছে। এখানে সাইলেজ ব্যবহারের ফলে উৎপাদন খরচ কমে এসেছে এবং ক্রান্তিকালে কাঁচা ঘাসের বিকল্প যোগান নিশ্চিত করায় গাভীর প্রজননস্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

আরিয়ান ফিসারিজ এন্ড এগ্রো ফার্মে ক্রিম্পিং গ্রেইন ব্যবহার করা হয়। ফলে হলেস্টিন ফ্রিজিয়ান ক্রস ষাড়ের দৈহিক ওজন দৈনিক ১২০০ গ্রাম পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এছাড়া খামারটিতে ঘাস চপার মেশিন, মিল্কিং মেশিন, কাফ প্যান, ফগার, অটো ওয়াটার ফিলিং ইত্যাদি মেশিন ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রতি বছর প্রায় তিনশত মেট্রিক টন ভুট্টার সাইলেজ তৈরি করা হয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য তৈরি করা হয় ফার্মেন্টেড করণ।





এছাড়া প্রান্তিক খামারিদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে দুধ সংগ্রহ করে তা চিলিং করে প্যাকেটজাত আকারে ভোক্তাদের মাঝে বিক্রি করা হয় এবং সরবরাহ করা হয় মিষ্টিজাত পণ্য উৎপাদনকারীর দোকানে। এখানে ব্যবহার করা হয় বিভন্ন আধুনিক মেশিন। নিজস্ব কুলিং ভ্যানের ব্যবস্থাও রয়েছে। রয়েছে একটি ৪.৮ ঘনফুট বায়োগ্যাস প্লান্ট।

আরিয়ান ফিসারিজ এন্ড এগ্রো ফার্মের মালিক মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন রাজি।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৭

জে কে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্ম

জে কে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্মের অবস্থান নোয়াখালীর সেনবাগ উপজেলার চারিদ্রোন গ্রামে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১৩০টি। এর মধ্যে ৮০টি গাভী, ৩০টি বকনা এবং ২০টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ১২ জন কর্মচারী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছেন। ফার্মটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৮০০ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ৩০ লিটার। এখানকার প্রতিটি গাভী দৈনিক গড়ে দুধ দেয় ১০ লিটারের উপরে। প্রতিদিন জে কে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্মের উৎপাদিত পুরো ৮০০ লিটার দুধই বিক্রি হয়ে যায়।





জে কে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্মের নিজস্ব জমির পরিমান ৩ একর। তবে তারা মোট ১২ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করে থাকে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে জার্মান ঘাস চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৩৬০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ৫০,০০,০০০ টাকা।

জে কে এগ্রো এন্ড ডেইরি ফার্মের জীব নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক, মানসম্মত ও উন্নত। এখানে বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন করা হয়। খামারটিতে এন্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার হয় না এবং নিয়মিত রেজিস্ট্রার্ড প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া হয়।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৮

সমতা খামার বাড়ী

ভোলা জেলার খায়ের হাটের কোড়ালিয়ায় সমতা খামার বাড়ী অবস্থিত। ২০১০ সালে খামারটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৩৩৩টি। এর মধ্যে ১৯০টি গাভী, ৬১টি বকনা এবং ৮২টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য খামারটিতে ২৫ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ১৬২৫ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ২৫ লিটার। প্রতিদিন বিক্রি করা হয় প্রায় ১৩০০ লিটার দুধ।





সততা খামার বাড়ীর নিজস্ব জমির পরিমান ১০৫ শতাংশ। তবে লিজ নিয়ে মোট ২০ একর জমিতে গোখাদ্য হিসেবে জাম্বু ও নেপিয়ার ঘাস উৎপাদন করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ২৬০০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ২,৯৩,৭০,০০০ টাকা।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-৯

ফারহান ডেইরি এন্ড এগ্রো লি:

ফারহান ডেইরি এন্ড এগ্রো লিমিটেডের অবস্থান বরিশালের বাবুগঞ্জের পাংশায়। ২০১০ সালে খামারটি যাত্রা শুরু করে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৯৪টি। এর মধ্যে ৬০টি গাভী, ২০টি বকনা এবং ১৪টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ২২০ লিটার। প্রতিদিন বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ২০০ লিটার এবং ২০ লিটার মতো দুধ প্রতিদিন প্রক্রিয়াজাত করা হয়।



ফারহান ডেইরি এন্ড এগ্রো লিমিটেডের নিজস্ব জমির পরিমান ৭ একর। তবে তার মোট ১৩ একর জমিতে ঘাস উৎপাদন করে থাকে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে জার্মান, পাকচং, জারা এবং ভুট্টা চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ৭০০ টন এবং সাইলেজ তৈরি করা হয় ৬০০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ৫৭,৮১,০৫২ টাকা। যৌথভাবে ফারহান ডেইরি এন্ড এগ্রো লিমিটেডের মালিক মো: হারুন-অর-রশিদ এবং মো: কামরুল হাসান।







দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১০

এস এস ইন্টারন্যাশনাল এগ্রো

এস এস ইন্টারন্যাশনাল এগ্রোর অবস্থান খুলনার ডুমুরিয়ার ধানিবুনিয়ায়। ২০১৬ সালে খামারটি যাত্রা শুরু করে। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৫৭টি। এর মধ্যে ২৫টি গাভী, ১৩টি বকনা এবং ১৯টি বাছুর। এগুলো মূলত: ফ্রিজিয়ান ক্রস, জার্সি ক্রস এবং ফ্রিজিয়ান শাহীওয়াল। এদের লালন-পালনের জন্য ৮ জন কর্মচারী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছেন।

খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ২৬০ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ৩০ লিটার। প্রতিদিন পুরো দুধই বিক্রি হয়ে যায়। এস এস ইন্টারন্যাশনাল এগ্রোর নিজস্ব জমির পরিমান ৫.৩ একর। ঘাস উৎপাদন করা হয় ২ একর জমিতে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে পাকচং চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান ৪০০ টন।

খামারটির বার্ষিক মোট আয় ৫১,৮৬,০০০ টাকা। এস এস ইন্টারন্যাশনাল এগ্রোর মালিক জি এম শফিকুল ইসলাম।



দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১১

প্রতীক ডেইরি ফার্ম

প্রতীক ডেইরি ফার্ম একজন অদম্য গৃহিণীর সাফল্যের প্রতীক। তিনি লালমনিরহাট জেলার মাঝাপাড়া গ্রামের উত্তমা রায় রত্না। গবাদিপশু পালন করে তিনি আজ একজন সাধারণ গৃহিণী থেকে একটি আদর্শ খামারের মালিক। ২০০০ সালে রত্না দশ হাজার টাকা পুজি নিয়ে কবুতর পালনের মাধ্যমে খামারের কাজ শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তার খামারে যুক্ত হয় গরু, ছাগল, রাজহাঁস, মুরগী ইত্যাদি। সফল এ নারী উদ্যোক্তা নিজের ভাগ্য বদলের পাশাপাশি এলাকার অসংখ্য দরিদ্র মহিলার জীবনের রঙও বদলে দিয়েছেন।





শুরুতে একটি মাত্র গাভী কেনেন রত্না। দুই দশক পরে এসে আজ হাঁস, মুরগী, কবুতরের হিসাব বাদ দিলে তার খামারে ৯০টির মতো গরু রয়েছে। এর মধ্যে ৫০টি গাভী, ২৫টি বকনা এবং ১৫টি বাছুর। খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৩৫০ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ৩০ লিটার। প্রতিদিন বিক্রি করা হয় ২০০ লিটার দুধ এবং প্রক্রিয়াজাত করা হয় ১৫০ লিটার। প্রতীক ডেইরি ফার্মের নিজস্ব জমির পরিমান ১০ একর। ঘাস উৎপাদন করা হয় ৬ একর জমিতে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে পাকচং, লাল পাকচং, জার্মান ও নেপিয়ার চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৯০০ টন। শুধু মাত্র গরুর খামারটি থেকে উত্তমা রায় রত্নার বার্ষিক মোট আয় ৫০,১০,০০০ টাকা।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১২

সামাদ ফকিরের খামার

মো: আব্দুস সামাদ ফকির একজন সফল ডেইরি খামারি। তার পিতার নাম রাখু ফকির এবং মা মোছা: সূর্য নেছা। বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের পোতাজিয়ায়। তিনি শাহজাদপুর ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড, মিল্কভিটার একজন পরিচালক। তার খামারের নাম ধলাই ডেইরি। এটি পোতাজিয়া ইউনিয়নের রেশমবাড়ী গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়রা খামারটিকে সামাদ ফকিরের খামার হিসেবেই জানে।

খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১৪৫টি। এর মধ্যে ৭০টি গাভী, ৪০টি বকনা এবং ৩৫টি বাছুর। এদের লালন-পালনের জন্য ৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। সামাদ ফকিরের খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৪৬০ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদনের পরিমান ১৯ লিটার। উৎপাদিত দুধের থেকে প্রায় ৪৫৫ লিটার প্রতিদিন বিক্রয় করা হয়। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ২২,০০,০০০ টাকা।

মো: আব্দুস সামাদ ফকিরের নিজস্ব জমির পরিমান ৮১ একর। ঘাস উৎপাদন করা হয় ৫৫ একর জমিতে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে নেপিয়ার এবং জাম্বু ঘাস চাষ করা হয়। বার্ষিক মোট ঘাস উৎপাদনের পরিমান ১৭৫ টন। বছরের অর্ধেক সময় সামাদ ফকিরের গরুগুলো শাহজাদপুরের ঐতিহ্যবাহী গো বাথানে অবস্থান করে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে গরুগুলোর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন বেশ ভাল। বাথানের পাশেই তিনি ঘাসের জমি চাষ করেন।

মো: আব্দুস সামাদ ফকির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যতম সমবায়ী খামারি বা কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পেয়েছেন নানা পুরস্কার।



দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১৩

অরণ্য এগ্রো

সাদমান আলিফ মীম রায়হান একজন তরুণ আর্কিটেক্ট। বাড়ি জয়পুরহাটের পুরানাপৈল ইউনিয়নের বনখুর গ্রামে। পড়ালেখা শেষ করে কয়েক বন্ধু মিলে ঢাকার পান্থপথে স্থাপত্য বিষয়ে একটি অফিস খুলে বসেন। পাশাপাশি গ্রামের বাড়িতে একটি গরুর খামার স্থাপনের উদ্যোগ নেন। নাম দেন অরণ্য এগ্রো। সেটা ২০১৬ সালের শুরুর দিকের কথা।

তবে অরণ্য এগ্রোর যাত্রা শুরুর মূল ইতিহাস জানতে হলে ফিরে যেতে হবে ১৯৯১ সালে। রায়হানের নানা তার মেয়েকে অর্থাৎ রায়হানের মাকে একটি ফ্রিজিয়ান গাভী উপহার দেন। অত্যন্ত সুদর্শন এ গাভীটি খুব সহজেই পরিবারের সবার ভালবাসার প্রাণিতে পরিনত হয়। মা-বাবার পাশাপাশি রায়হানও গাভীটিকে আদর-যত্ন করতেন, খাবার-দাবার দিতেন। স্কুল থেকে ফিরলেই তাকে দেখে গাভীটি ডাকাডাকি শুরু করে দিত। গাভীটির দুধ থেকে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বাড়তি কিছু আয়ও হতো।





কালের প্রবাহে সেই গাভীর পরের প্রজন্মের দুটি গাভী এবং বাজার থেকে কেনা ১২টি গাভী নিয়ে অরণ্য এগ্রো নামে বাণিজ্যিক ডেইরি খামারের সূচনা করেন রায়হান। খামারটিতে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ৬৫টি। এর মধ্যে ৩১টি গাভী, ১৪টি বকনা এবং ২০টি বাছুর। পাশাপাশি বেশ কিছু মহিষও রয়েছে খামারটিতে। এগুলো লালন-পালনের জন্য ৭ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৩২৪ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক দুধ উৎপাদিত হয় ২৪ লিটার। প্রতিদিন বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ২৪০ লিটার। অবশিষ্ট দুধ প্রক্রিয়াজাত করে বিভিন্ন ধরণের দুগ্ধপণ্য প্রস্তুত করা হয়।

অরণ্য এগ্রোর নিজস্ব জমির পরিমান ৯.৫ একর। ঘাস উৎপাদন করা হয় ৩ একর জমিতে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে নেপিয়ার এবং পাকচং চাষ করা হয়। বার্ষিক ঘাস উৎপাদনের পরিমান প্রায় ৪৬০ টন এবং প্রতি বছর সাইলেজ তৈরি করা হয় প্রায় ৬০ টন। খামারটির বার্ষিক মোট আয় ৪৫,৪৮,৭৮০ টাকা।
খামারটিতে রয়েছে আধুনিক জৈব নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পশুখাদ্য মজুদের স্থান, খড়-ঘাস কাটার যন্ত্রপাতি, বাছুর, বকনা ও গাভীর আলাদা আলাদা থাকার শেড, পৃথক গোচারণ ভূমি (গ্রেইজিং ল্যান্ড), বায়োগ্যাস প্লান্ট, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং সঙ্গনিরোধ ছাউনি। ব্যবহার করা হয় দুগ্ধ গোহন যন্ত্র, মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিসসহ বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি।

স্থানীয় খামারিদের নিয়ে সাদমান আলিফ মীম রায়হান গঠন করেছেন "জয়পুরহাট ডেইরি ফার্মার্স এসোসিয়েশন"। সংগঠনটির মাধ্যমে একদিকে যেমন খামারিদের সংগঠিত করা হচ্ছে, তেমনি নিজেদের মধ্যে জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি বিনিময়েও এটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। পাশাপাশি ভেজাল দুধের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরিতেও সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে।

রায়হানের স্বপ্ন স্থানীয় খামারিদের সুসংগঠিত করে বিস্তৃত পরিসরে দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুত ও রপ্তানি করা।

দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১৪

উষা ফার্ম

মা উষা রানী ঘোষের নামে ২০০৫ সালে একটি দুগ্ধ খামার শুরু করেন গাইবান্ধার দরিয়াপুরের প্রতাপ ঘোষ। সংকর জাতের একটি গাভী নিয়ে খামারটির যাত্রা শুরু হয়। এরপর কেটে গেছে প্রায় ১৭ বছর। এখন তিনি একজন সফল ও আদর্শ খামারি। আর্থিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি পেয়েছেন অনেক সম্মান আর সম্মাননা। তার খামারে রয়েছে মোট ৯২টি গবাদিপশু। এর মধ্যে ৫০টি গাভী, ১২টি বকনা এবং ৩০টি বাছুর। কিন্তু দীর্ঘ এ পথপরিক্রমা সহজ ছিল না মোটেও।

প্রতাপ ঘোষ ছোট বেলা থেকেই গরু লালন-পালন করতে ভালবাসতেন। মায়ের কাছ থেকে তিনি গবাদিপশুর প্রতি এ ভালবাসা পেয়েছিলেন। ১৯৮৮ সালের দিকে প্রথমবার তিনি ব্যবসায়িক মনোভাব নিয়ে গরু লালন-পালন শুরু করেন। তখন হারিয়ানা এবং সিন্ধি জাতের বেশ কিছু গরু সংগ্রহ করেন। মূলত: মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে মাংসের বাজার ধরার উদ্দেশ্য ছিল তার। কিন্তু সে সময় গবাদিপশুর রোগবালাই প্রতিরোধে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় এবং ওষুধপত্র ও টিকা সহজলভ্য না হওয়ায় খুব একটা সুবিধা করতে পারেন নি প্রতাপ ঘোষ।





পরবর্তীতে একদিন তিনি বাজারে একটি ফ্রিজিয়ান জাতের রুগ্ন গাভী কম দামে পেয়ে যান। পরম মমতায় সেটাকে লালন পালন করতে থাকেন। কিছু দিনের মধ্যেই গাভীটি সুস্থ হয়ে ওঠে। তারপর বাচ্চা দেয়। প্রতাপ ঘোষের ব্যবসার মোড় ঘুরে যায়। মোটাতাজাকরণ ছেড়ে দুধ উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেন তিনি। ক্রমান্বয়ে গাভী ও বাছুরের সংখ্যা বাড়াতে থাকেন। নতুন আঙ্গীকে জয়যাত্রা শুরু হয়। মায়ের নামে খামারের নাম দেন উষা ফার্ম।

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি ঘোষবাবুকে। বর্তমানে প্রতিদিন তার খামারে গড়ে ২৬০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয় এবং সেখানে একটি গাভী একদিনে সর্বোচ্চ ১৮ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। চার একর জমির উপর গড়ে তোলা এ খামারের তিন একর জমিতে তিনি নেপিয়ার ও পাকচং ঘাসের চাষ করেন। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খামার পরিচালনার জন্য তিনি সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি। নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সাথে।

বর্তমানে উষা ফার্মে ১৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। সকল খরচাপাতি বাদ দিয়ে খামার থেকে প্রতাপ ঘোষের প্রতি বছর নীট আয় হয় প্রায় ১৪,০০,০০০ টাকা। পাশাপাশি তিনি প্রায় ২১ বিঘা জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করেও বেশ লাভবান হচ্ছেন।

নিজের দুগ্ধ খামার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পাশাপাশি প্রতাপ ঘোষ স্থানীয় খামারিদের নিয়ে গড়ে তুলেছেন ডেইরি এসোসিয়েশন। তিনিই এ এসোসিয়েশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। সংগঠিত খামারিদের মাঝে জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের পাশাপাশি নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও পিছিয়ে থাকা উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। তার খামারটি হয়ে উঠেছে স্থানীয় যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পরিদর্শন ও হাতে-কলমে জ্ঞান অর্জনের তীর্থ ক্ষেত্র।

গবেষণার প্রতিও রয়েছে প্রতাপ ঘোষের বিশেষ টান। গোবরবিহীনভাবে সংগৃহীত গোমুত্র যে ক্ষেত-খামারের কীটপতঙ্গ দূর করতে এবং স্বাস্থ্যসম্মত শাকসবজি উৎপাদনে বিশেষ সহায়ক তা তিনি প্রমাণ করেছেন। গাভীকে কোন খাবার খাওয়ালে দুধের ঘনত্ব, ঘ্রান এবং রং ভাল হয় তা তিনি খুঁজে বেড় করেছেন। পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগী বা দোকানীর কাছে দুধ বিক্রি না করে সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিলে খামারি ও ব্যবসায়ী উভয়েই লাভবান হন বলে তিনি মনে করেন।



দুগ্ধ খামার: ডেইরি আইকন-১৫

তন্ময় ডেইরি ফার্ম

পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার লক্ষিকুন্ডা ইউনিয়নের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। এর একদিকে বিশাল জনপদ আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ চরাঞ্চল। প্রাকৃতিক কারণে বহুকাল আগে থেকেই এই অঞ্চলে গবাদিপশু পালনের ঐতিহ্য রয়েছে। চরাঞ্চলে এখনো চোখে পড়ে ছোট বড় অসংখ্য বাথান। এ সব বাথানের পাশাপাশি কালের পরিক্রমায় এখানে গড়ে ওঠা আধুনিক ও উন্নত জাতের গবাদিপশুর খামারের সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

এমন একটি খামারের নাম তন্ময় ডেইরি ফার্ম। স্বত্বাধিকারী মো: আমিরুল ইসলাম। বড় হয়ে তিনি আদর্শ শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সে বাবার মৃত্যুর পর পরিবারের একমাত্র ছেলে সন্তান হওয়ায় আমিরুলকে লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে সংসারের হাল ধরতে হয়।





১৯৯৪ সালে পাকশীর রূপপুর থেকে ১৪,৬০০ টাকায় একটি সংকর জাতের গর্ভবতী গাভী কেনেন তিনি। কয়েক মাসের মধ্যেই গাভীটি বাচ্চা দেয়। সাথে প্রতিদিন ১৩-১৪ লিটার দুধ। নিজ হাতে পরম মমতায় গাভী ও বাছুরের লালন-পালন করে যান আমিরুল। পরপর গাভীটি কয়েকটি বাচ্চা জন্ম দেয়। দুধ বিক্রিকরে নতুন নতুন গাভী ও একটু আধটু জমি কিনতে থাকেন তিনি। সাথে যোগ হয় মায়ের জমানো কিছু টাকা। এভাবে গড়ে তোলেন একটি আদর্শ খামারের ভিত্তি। নাম দেন তন্ময় ডেইরি ফার্ম।

তন্ময় ডেইরি ফার্মে বর্তমানে মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১০৭টি যার বাজার মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫৮টি গাভী, ১০টি বকনা এবং ৩৯টি বাছুর রয়েছে। এদের লালন-পালনের জন্য খামারটিতে ৯ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।

খামারটিতে দৈনিক গড়ে দুধ উৎপাদিত হয় ৪৮০ লিটার এবং একক সর্বোচ্চ দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ২৪ লিটার। প্রতিদিন বিক্রিত দুধের পরিমান প্রায় ৪৭৫ লিটার যা থেকে আয় হয় প্রায় ২৮ হাজার টাকা। শুধু দুধ নয়, এখানে গরুর গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে বায়োগ্যাসও। তা দিয়ে বাড়ির রান্না ও গৃহস্থালি কাজে জ্বালানীর চাহিদা মেটানো হচ্ছে। এছাড়া, গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে কেঁচো, কম্পোস্ট ও জৈব সার।

তন্ময় ডেইরি ফার্মের বর্তমানে নিজস্ব জমির পরিমান ১৬ একর। ঘাস উৎপাদন করা হয় ৭ একর জমিতে। গোখাদ্য হিসেবে এখানে বর্তমানে ভুট্টা, জাম্বু, জার্মান, পাকচং ও লাল পাকচং চাষ করা হয়। খামারটির বার্ষিক মোট ঘাস উৎপাদনের পরিমান প্রায় ১২০০ টন। আমিরুল ইসলামের খামারটির বর্তমানে বার্ষিক মোট আয় ১,০৪,১৮,৭৫০ টাকা।

গরুর খামারের পাশাপাশি ছাগলের চাষও করেন আমিরুল। সেই সাথে উৎপাদন করেন শাক সবজি ও ফলমূল। এসব কাজের স্বীকৃতি হিসেবে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন তিনি। এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে নেয়া "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৮" অন্যতম। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতসহ অসংখ্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি তার ফার্ম পরিদর্শন করেছেন।

নিজের খামারের পাশাপাশি স্থানীয় খামারিদের নিয়ে আমিরুল গড়ে তুলেছেন সমবায় সমিতি। তিনি স্বপ্ন দেখেন নিজের এলাকায় বৃহৎ পরিসরে একটি দুগ্ধ পল্লী গড়ে তোলার।



ক্যাটাগরি: খামার যান্ত্রিকীকরণ

মোট নির্বাচিত খামার: ৬টি



খামার যান্ত্রিকীকরণ: ডেইরি আইকন-১

মেসার্স শান্তা ডেইরি ফার্ম

মেসার্স শান্তা ডেইরি ফার্ম খামার যান্ত্রিকীকরণের একটি অনন্য উদাহরণ। সিরাজগঞ্জের বাগবাটী ইউনিয়নের হরিণা গ্রামে খামারটি অবস্থিত। শুরুতে মাত্র ৪টি গাভী আর একজন কর্মচারী দিয়ে যাত্রা করে খামারটি। তখন হাতে কেটে খড়, ঘাস খাওয়ানো ছিল কষ্টকর ব্যাপার। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও তেমন ভাল ছিল না। এমনকি সঠিক পদ্ধতিতে দুধ দোহন করাও সম্ভব হতো না। ফলে ম্যাসটাইটিস বা ওলানফোলার মতো মারাত্মক রোগের আক্রমন দেখা দিত।

স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেসার্স শান্তা ডেইরি ফার্মের মালিক মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিনের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শুরু করেন খামার যান্ত্রিকীকরণ। নতুন শেড তৈরি করে আরো ৩০-৪০টি গাভী সংগ্রহ করা হয়। হাতে কাটার পরিবর্তে মেসিনের সাহায্যে ঘাস ও খড় কেটে গবাদিপশুকে খাওয়ানো শুরু হয়। হাত দিয়ে দুধ দোয়ানোর পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে সহজে ও নিরাপদে দুধ দোয়ানো হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও ব্যবহার করা হয় আধুনিক যন্ত্রপাতি। পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে এখন উৎপন্ন হচ্ছে বায়োগ্যাস ও জৈব সার। সেই সাথে গরুর কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে জাত উন্নয়ন কার্যক্রম যা কিনা অধিক পরিমানে দুধ উৎপাদনে বিশেষ সহায়তা করছে।





ঘাস কাটার মেসিন ব্যবহার করে মাত্র দুই জন শ্রমিকের সাহায্যে ৪০টি গাভী ও ১৫টি বাছুরের জন্য সহজেই ঘাস কাটা এবং সাইলেজ, হে ও ইউএমএস তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। যন্ত্রের সাহায্যে দুধ দোয়ানোয় দুধের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ম্যাসটাইটিসের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেসিন ব্যবহার করায় সহজেই দুধ থেকে ক্রিম আলাদা করে তা দিয়ে ঘি তৈরি করা হচ্ছে। বাকি দুধ দিয়ে দই, মিষ্টি, পনির, ঘোল, মাঠা ইত্যাদি তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছে।

পাস্তুরাইজড মেসিনের সাহায্যে দুধ স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদিত গ্যাস নিজেরা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত গ্যাস পার্শ্ববর্তী ১০-১২টি পরিবারে সুলভমূল্যে সরবরাহ করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিনিয়ত অনেক তরুণ উদ্যোক্তা খামারটি পরিদর্শন করছেন এবং যান্ত্রিকীকরণের জ্ঞান আহরণ করছেন।

খামারটির আয়তন দুই একর। বর্তমানে খামারটিতে ১৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্যে ৪ জন নারী কর্মচারী। যান্ত্রিকীকরণের ফলে খামারটিতে এখন প্রতিবছর ১,২৯,২৪৫ লিটার দুধ, ৪৭,২১০ কেজি পাস্তুরাইজড মিল্ক, ২,২৮৩ কেজি মিল্ক ক্রিম, ৫৮০ কেজি ঘি, ৬,৯৫০ কেজি দই এবং ১৪,২২০ কেজি মিষ্টি উৎপন্ন হয়। বাৎসরিক মোট আয় হয় ২,১১,০২,০৯০ টাকা এবং ব্যয় হয় ১,৬৮,৮১,৬৭২ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বছর নীট মুনাফা হয় ৪২,২০,৪১৮ টাকা।



খামার যান্ত্রিকীকরণঃ ডেইরি আইকন-২

ইয়ন বায়ো সায়েন্স লিমিটেড



ইয়ন বায়ো সায়েন্স লিমিটেডের মালিক মোমিন উদ দৌলা। পিতা - মরহুম মসি উদ দৌলা এবং মাতা - মরহুমা দেলুয়ারা বেগম। বয়স ৫৫ বছর। তার প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান রংপুরের বদরগঞ্জ উপজেলার কাজীর হাট ইউনিয়নের সন্তোষপুর গ্রামে। আধুনিক ও বিশ্বমানের যন্ত্রপাতির সমাহার ও ব্যবহার করা হচ্ছে এ খামারটিতে।

ইয়ন বায়ো সায়েন্স লিমিটেডে শক্তিশালী কাটিং মেসিন রয়েছে ৭টা, ডেমির কাটিং মেশিন ২টা, জার্মান কাটিং মেসিন ১টা, ইউনিক কাটিং মেসিন ২টা, ডেমির প্যাকেজিং মেসিন ১টা, ফার্মটেক কানাডা সাইলেজ ব্যাগিং মেসিন ১টা, মিনি সাইলেজ ব্যাগিং মেসিন ২টা, ট্রাক্টও ৫টা, টিএমআর মিক্সার ১টা, ফ্রন্ট এন্ড লোডার ১টা, গোবর স্ক্রাপার ১টা, খাবর পুশার ১টা, ডিলাভাল অটোমেটিক মিল্ক পার্লার ১টা, ৫০০০ লিটার দুধ শীতলিকরণ ট্যাঙ্ক ১টা, বাকেট মিল্কার ৪টা, মোবাইল মিল্কিং মেসিন ২টা, ম্যানিউর সেপারেটর ১টা, হুফ ট্রিমিং বক্স ১টা এবং কাউ ব্রাস ৫টা।

উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর খামারটিতে সাইলেজ উৎপাদিত হয় ৩,৫০০ টন। নিজেদের ব্যবহারের পাশাপাশি প্রায় ৭৫০ টন সাইলেজ খোলাবাজারে বিক্রি করা হয়। এছাড়া ঘাস উৎপাদন করা হয় ৩৭০ টন, খড় কাটা হয় ১৬০ টন এবং সাইলেজ প্যাকিং করা হয় ১২০০ টন। গরুর খাবার প্রসেসিং করা হয় বাৎসরিক ২৫৬০ টন, শুকনা গোবর সংগ্রহ ও বাজারজাত করা হয় ৫৪৭ টন এবং যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি বছর দুধ দোয়ানো হয় ১৫,৯১,০৭৩ লিটার। ইয়ন বায়ো সায়েন্স লিমিটেডে বর্তমানে ৭৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ বাদে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানটির নীট মুনাফা থাকে ১,০৩,২২,১১৮ টাকা।



খামার যান্ত্রিকীকরণ: ডেইরি আইকন-৩

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

সমাজ-সভ্যতার অগ্রযাত্রায় সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রমের কোন বিকল্প নেই। এ রকম একটি সম্মিলিত পশুপাখি পালনের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে নোয়াখালীর সুবর্ণচরের সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থাটির কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প খামার যান্ত্রিকীকরণ ক্যাটাগরিতে ২০২১ সালে ডেইরি আইকন হিসেবে পুরস্কৃত করেছে।

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার সমন্বিত খামারিগণ পশুপাখি পালন, কৃষিকাজ এবং মৎসচাষ করে থাকেন। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও ব্রান্ডিং করে থাকেন। এ লক্ষ্যে সারাবছর খামারিদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যার ৮০% হরো নারী খামারি।





সংস্থাটির উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো নিবিড় পদ্ধতিতে খাসি মোটাতাজাকরণ, উত্তম ব্যবস্থাপনা চর্চ্চাকরণের মাধ্যমে গাভী পালন, সঠিক জীব-নিরাপত্তায় হাইব্রিড লেয়ার মুরগী পালন, হাঁসের কৃত্রিম হ্যাচারি, প্রাণিসম্পদ পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র, মাংসের জন্য ব্রয়লার টাইপ পেকিন জাতের হাঁস পালন, ডিমের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল ও জিনডিং জাতের হাঁস পালন, মাসকোভি হাঁস পালন, গবাদিপ্রাণীর খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ, বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে দেশি মুরগী পালন, নিবিড় ও আদা-নিবিড় পদ্ধতিতে কবুতর পালন, লেয়ার, ব্রয়লার, সোনালী মুরগী এবং ছাগল, ভেড়া ও পাঁঠা পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া কৃমিনাশক বোলাস, এফএমডি, বাদলা, এনথ্রাক্স, গলাফুলা, পিপিআর, রাণীক্ষেত এবং ডাকপ্লেগ টিকা প্রদান করা হয়।

খামারিদের উন্নত জাতের ঘাস ও ভুট্টা উৎপাদনে কাটিং ও বিজ সরবরাহ, সার প্রদান, মিল্ক রিপ্লেসার, বাট ও ওলানের সুরক্ষা, ম্যাসটাইটিস প্রতিরোধে জীবানুনাশক প্রদান, ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে রিং স্লাইড ও গোবর খাদক কেঁচো বিতরণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা।

যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সংস্থাটির আওতায় প্রতি বছর ১৮০ টন দুধ, ২৯২ টন দধি, ৮ টন কম্পোস্ট সার, ১৫০ টন চপার মেসিনে তৈরি খাবার, ৯ টন পিলেট মেসিনে তৈরি খাবার এবং ১০,০০০ কেজি ট্রাইকো কলোস্ট সার উৎপাদিত হয়ে থাকে।





খামার যান্ত্রিকীকরণ: ডেইরি আইকন-৪

আর কে মেটাল

আর কে মেটালের মালিক পরিতোষ কুমার মালো। তার কর্মজীবন শুরু হয়েছিল বাবার সাথে মাছ ধরার মধ্য দিয়ে। অভাবের সংসারে অনিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে এক পর্যায়ে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এরপর হাতেকলমে কাজ শিখতে যোগ দেন স্থানীয় খ্রিস্টান ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টারে। দুই বছর মেকানিক্যাল ট্রেডে প্রশিক্ষণ শেষে সেখানেই চাকরি করেন পরবর্তী সাত বছর। অতপর ১৯৯৭ সালে ধারদেনা ও জমানো মিলিয়ে ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ফরিদপুর শহরের হাবেলি গোপালপুর এলাকায় ছোট্ট একটা লেদের কারখানা শুরু করেন।

এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি পরিতোষকে। বছরে এখন আর কে মেটালের আয় প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ৫ শতাংশ জমির উপর স্থাপিত কারখানাটিতে নিয়মিত কাজ করে ১৫ জন শ্রমিক। সাথে যুক্ত হয়েছেন তার স্ত্রী পলি রানী মালো এবং পিতা সন্তোষ কুমার মালো। আর কে মেটালে বর্তমানে মাল্টিক্রপ পাওয়ার থ্রেসার, ভুট্টা মাড়াই মেশিন, অ্যাক্সিয়াল ফ্লো পাম্প মেসিন, পাওয়ার টিলার চালিত সিডার, শক্তিচালিত ভুট্টামাড়াই যন্ত্র, খড় ও ঘাস কাটার মেসিনসহ প্রায় ৭৫ ধরণের যন্ত্রপাতি তৈরি ও বিক্রয় করে। যন্ত্রপাতিগুলোর বড় একটা অংশ পশুপাখি পালনকারী খামারিগণ ব্যবহার করে থাকেন।





এখানে প্রতি বছর ১২৪টা চপার মেসিন (ব্রি-এম), ৫৫টা চপার মেসিন (ব্রি-বি) এবং ৩৫টা চপার মেসিন (আরকেএম) তৈরি করা হয়। অন্যান্য চপার মেসিনের তুলনায় আর কে মেটালের চপারের ব্লেডের মুখে হাইস্পিড স্টিল লাগানো থাকায় ব্লেডগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয়। এছাড়া পিছনে ঠেস ব্লেড থাকায় শক্ত ঘাসেও ব্লেডগুলো পিছনে যায় না এবং খাঁজকাটা রোলার থাকায় ঘাসকে নরম করে দেয়। আর শুধু এই তিন ধরনের চপার মেসিন থেকে আর কে মেটালের বাৎসরিক আয় হয় ২০,২৫,০০০ টাকা।

নবাবগঞ্জ এগ্রো মেশিনারীজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি:



নবাবগঞ্জ এগ্রো মেশিনারীজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি: ঢাকার কেরাণীগঞ্জের শাক্তা ইউনিয়নে অবস্থিত একটি দুগ্ধ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। কারখানাটিতে প্রতি বছর ১৯৬০টি মিল্ক কুলার, মিল্ক স্ক্যানার, দই তৈরির মেসিন, ঘি তৈরির মেসিন, লবন তৈরির মেসিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয় যার বিক্রয় মূল্য প্রায় দুই কোটি টাকা। কারখানাটিতে নিয়মিত কাজ করেন ২২ জন কর্মচারী।

নবাবগঞ্জ এগ্রো মেশিনারীজ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০টি ফাস্ট টেস্টিং মেসিনারিজ, ৩৭৫টি মিল্ক মেজারিং পট, ১২৫টি মিল্ক ফানেল, ১২৫টি মিল্ক প্লাঞ্জার, ১৮৫টি মিল্ক পাম্প, ১৮৫টি ক্রিম সেপারেটর মেসিন, ১০০টি মিল্ক কুলিং ট্যাংক, ৫০টি মিল্ক পাস্তুরাইজেশন প্লান্ট, ৬০টি ফ্লেভারড মিল্ক মিক্সিং ট্যাংক, ৫০০টি ইউনিয়ন স্কট, ৪০টি পোর্টেবল মিনি কোল্ড স্টোরেজ, ৮৫টি মিল্কিং মেসিন এবং ৭০টি দই তৈরির ইনকিউবেটর। এসব যন্ত্রপাতি তৈরির ৯০ ভাগ কাঁচামাল দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়।





নবাবগঞ্জ এগ্রো মেশিনারীজ ইন্ডাস্ট্রিজ লি: মিল্ক ভিটা, আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ, ইউএনডিপি ও এফএও-এর বিভিন্ন প্রকল্প, লোভেলো খ্যাত তৌফিকা ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ এবং পোলার আইসক্রিমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্টান ও ব্যক্তিকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে থাকে। কারখানাটিতে লেদ মেসিন, সিট বেন্ডিং মেসিন, সিট রোলিং মেসিন, আর্ক ওয়েল্ডিং মেসিন, সিট কাটিং মেসিন, টিগ ওয়েল্ডিং মেসিন, হ্যান্ড গ্রিন্ডিং মেসিন, স্ট্যান্ড গ্রিন্ডিং মেসিন এবং টেবিল ড্রিল মেসিনসহ নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়।

খামার যান্ত্রিকীকরণ: ডেইরি আইকন-৬

এস আর দুগ্ধ খামার



খামার যান্ত্রিকীকরণ ক্যাটাগরিতে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১ সালের একজন ডেইরি আইকন হিসেবে নির্বাচিত হন মো: ছিদ্দিকুর রহমান। তার পিতার নাম আব্দুর রশিদ তালুকদার এবং মাতার নাম জিন্নাতুন নেছা। গ্রাম- তাঁতীপাড়া, ডাকঘর- আলমনগর, উপজেলা রংপুর সদর, জেলা রংপুর। তার খামারের নাম এস আর দুগ্ধ খামার। বয়োবৃদ্ধ এই খামারি দীর্ঘদিন যাবৎ দুগ্ধ উৎপাদনের সাথে জড়িত।

এস আর দুগ্ধ খামারে আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন করা হয়। খামারটিতে মিল্কিং মেসিন, বায়োগ্যাস প্লান্ট, ডিওয়াটারিং মেসিনসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। খামারটিতে প্রতি বছর ৮০,০০০ লিটার দুধ উৎপন্ন হয়। বায়োগ্যাস প্লান্টে উৎপাদিত গ্যাস দিয়ে ১৩টি চুলায় রান্না হয়। এছাড়া প্রতি বছর ২৪,০০০ কেজি জৈবসার উৎপন্ন হয়।



খামারটি পরিচালনায় প্রতি বছর আয় হয় ৫,১৯,৬০০ টাকা এবং ব্যয় হয় ১,৩৩,০০০ টাকা। অর্থাৎ বাৎসরিক নীট মুনাফা হয় ৩,৮৬,৬০০ টাকা। এখানে ৬ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এর মধ্যে ৫ জনই নারী। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এস আর দুগ্ধ খামার বিভিন্ন পদকে ভূষিত হয়েছে।

ক্যাটাগরিঃ দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ

মোট নির্বাচিত খামারঃ ৯টি



দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-১

বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের অবস্থান পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুরে। ঢাকা থেকে পাবনা যাবার পথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়ি পার হলে মূল সড়কের পাশে দৃষ্টিনন্দন কারখানাটি চোখে পড়ে। ২০০৬ সালে ১২ একর জমির উপর এটি প্রতিষ্ঠা করেন আহমেদ ফেরদৌস মোহাম্মদ আসিফ।

কারখানাটিতে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগীসহ অন্যান্য প্রাণীর মাংস বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাত করা হয়। পাশাপাশি মাংসের প্রায় ২৫০টি মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরি ও বিক্রি করা হয়। উক্ত কাজের জন্য এখানে আধুনিক অবকাঠামোসহ অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বেঙ্গল মিট প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের নিজস্ব আধুনিক মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার আছে। পশু জবাইয়ের আগে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারে সকল পণ্যের মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। মাংস প্রক্রিয়াকরণের সকল পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়।





প্রতিদিন গড়ে ৫০টি গরু এবং ৯০ থেকে ১০০টি ছাগল জবাই করা হয়। সেই সাথে ৪ টনের মতো মুরগীর মাংস প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাত করা হয়। এভাবে বার্ষিক ৩৯,১১,৫৪০ কেজি মাংস উৎপাদিত হয়। এখান থেকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাংস সরবরাহসহ বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

প্রায় ১০০ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের ঘাস ও ভুট্টার চাষ করা হয়। আছে নিজস্ব পানি শোধনাগার। কারখানার ভেতরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপদতার বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও অত্যাধুনিক।



কারখানাটিতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মীসহ ৩৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। মানসম্মত মাংস উৎপাদনে নিজস্ব খামারের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির প্রায় ৬০০ কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার খামারি আছে। পরোক্ষভাবে ১০০ প্রাণী সরবরাহকারী এবং আরো ১০০ বিক্রয় সহযোগী এ কাজের সাথে জড়িত। আর বছরে কারখানাটির নীট মুনাফা হয় ১,১৯,৬০,০৫৬ টাকা।

কোরবানীসহ বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে অনলাইনে গবাদিপশু বিক্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ISO, HACCP, Hala সনদপ্রাপ্ত। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করেছে।



উল্লিখিত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর খামারটিতে সাইলেজ উৎপাদিত হয় ৩,৫০০ টন। নিজেদের ব্যবহারের পাশাপাশি প্রায় ৭৫০ টন সাইলেজ খোলাবাজারে বিক্রি করা হয়। এছাড়া ঘাস উৎপাদন করা হয় ৩৭০ টন, খড় কাটা হয় ১৬০ টন এবং সাইলেজ প্যাকিং করা হয় ১২০০ টন। গরুর খাবার প্রসেসিং করা হয় বাৎসরিক ২৫৬০ টন, শুকনা গোবর সংগ্রহ ও বাজারজাত করা হয় ৫৪৭ টন এবং যন্ত্রের সাহায্যে প্রতি বছর দুধ দোয়ানো হয় ১৫,৯১,০৭৩ লিটার। ইয়ন বায়ো সায়েন্স লিমিটেডে বর্তমানে ৭৮ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ বাদে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানটির নীট মুনাফা থাকে ১,০৩,২২,১১৮ টাকা।

দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-২

আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার দুপ্তারা ইউনিয়নের কুমারপাড়ায় ২০১৬ সালে ১২৩ বিঘা জমির উপর আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড গড়ে ওঠে। একটি গাভী, সাতটি ছাগল আর একজন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে এখানে রয়েছে ২২০টি গাভী, ৩১০টি ছাগল, ১১টি দুম্বা, ২৫০০টি দেশি মুরগী, ২০০০টি রাজহাঁস এবং ২২০০টি খাকী-ক্যাম্বেল হাঁসসহ বিভিন্ন প্রজাতির ৭৩৭৯টি দেশি-বিদেশি পশুপাখি।

আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে মাংস, দুধ, দই, মিষ্টি, ঘি ও অন্যান্য আমিষ জাতীয় খাদ্যপণ্য উৎপাদন করে থাকে। এখানে প্রতিদিন গড়ে ১,৪৮,২১০ কেজি মাংস এবং ২৫০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। সর্বশেষ হিসেবে অনুযায়ী বাৎসরিক ২,৫৭,৪১০ কেজি গরু, ছাগল, হাঁস ও মুরগীর মাংস এবং ১,৫৭,৮৪০ কেজি দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়েছে।





আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে দক্ষ শ্রমিক ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহয্যে বিশুদ্ধভাবে দুধ ও মাংসজাত পণ্য তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়। এসব উৎপাদিত পণ্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্যাকেজাত করে নিজস্ব আউটলেট ও দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পণ্যসামগ্রী পরিবহনের জন্য তাদের রয়েছে নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।





খামারের সকল প্রকার বর্জ্য মেসিনের সাহায্যে পরিশোধিত করে তা থেকে জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন করা হয়। এসব কাজের জন্য এখানে সার্বক্ষণিক কর্মরত রয়েছে ৫২ জন কর্মচারী। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ বাদে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক নীট মুনাফা ১,৬৯,৫৯,৪০০ টাকা।

গবেষণা কাজেও আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের বিশেষ সুনাম রয়েছে। ইতোমধ্যে ব্লাক বেঙ্গল, ভারতীয় বিটল, পাকিস্তানের বারবারি ও অস্ট্রেলিয়ান বোয়ার ছাগলের জাত উন্নয়নে গবেষণা ও প্রজনন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া টার্কিশ জাতের দুম্বা, দক্ষিণ আফ্রিকার ভেড়া এবং দেশি গরুর সাথে শাহীওয়াল ও হলেস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান গরুর প্রজনন কার্যক্রমও সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।



প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর দুগ্ধ দিবসে, রমাজান মাসে এবং বিশেষ দিবস উপলক্ষে বিনামূল্যে দুধ ও মাংস বিতরণ করে। সম্প্রতি সরকারের সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয় কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করেছে। অনলাইন বা ডিজিটাল প্লাটফর্মে পণ্য কেনাবেচায়ও আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

আধুনিক পদ্ধতিতে দুধ, মাংস, ডিম উৎপাদন ও বিপননে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রাণিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ আমিষ ফুডস এন্ড এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী পুরস্কার (২০২২) সহ বেশ কিছু পুরস্কার লাভ করেছে।

দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৩

দুধওয়ালা লিমিটেড

দুধওয়ালা লিমিটেড সিলেট অঞ্চলে একটি অতিপরিচিত দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান। এটি সিলেটের খাদিমনগরের সুরমা গেটে অবস্থিত। ২০১২ সালে ডেইরি খামারিদের সমন্বিত এ উদ্যোগের গোড়াপত্তন করেন জেলার চার তরুণ ডেইরি উদ্যোক্তা। প্রাথমিক অবস্থায় নিজেদের খামারে উৎপাদিত দুধ নির্দিষ্ট বিক্রয় কেন্দ্র ও হোম ডেলিভারীর মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেয়া হয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল খামারিদের উৎপাদিত দুধের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করা। পাশাপাশি গরুর খাঁটি তরল দুধের বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্মত ডেইরি পণ্য উৎপাদন করে সরাসরি ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া। প্রচলিত ব্যবস্থায় খামারিরা দুধ বিক্রয়ের জন্য প্রধানত স্থানীয় মিষ্টিজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বিভিন্ন অযুহাতে খামারিদেরকে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করা হত। মূলত: এটিই ছিল দুধওয়ালা লিমিটেড প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রেক্ষাপট।

জন্মলগ্ন থেকেই দুধওয়ালা লিমিটেড স্থানীয় খামারিদের দলভিত্তিক দুগ্ধ বিক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান শুরু করে। সমবায় সমিতির আদলে ডেইরি খামারিদের এসোসিয়েশন গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে খামারিগণ কম খরচে ও ঝামেলামুক্তভাবে ন্যায্যমূল্যে দুধ বিক্রির সুযোগ লাভ করে। পাশাপাশি বেশি দামি প্যাকেটজাত গোখাদ্যের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে নিজস্ব খামারে স্থানীয়ভাবে উন্নত জাতের ঘাস চাষ, সাইলেজ উৎপাদন, রেশন ব্যবস্থার প্রচলনের উদ্দেশ্যে দলীয় উদ্যোগ গ্রহণে নেতৃত্ব প্রদান করে দুধওয়ালা।







প্রতিষ্ঠানটি দুগ্ধজাত পণ্য হিসেবে দই, মিষ্টি, ঘি-র পাশাপাশি গরুর দুধের কফি, পুডিং, ফিরনি, মাঠা, ঘোল, পনির, মাখন ইত্যাদি তৈরি ও বাজারজাত করে থাকে। প্লাস্টিকের পাত্রের পরিবর্তে এখানে মাটির তৈরি সরা, বাটি, পেয়ালা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

দুধওয়ালা প্রতিদিন গড়ে ১০,৮০০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করে ৪৫ প্রকার মিষ্টি, ৪ প্রকার দই এবং বহুপ্রকার অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করে থাকে। এভাব প্রতি বছর গড়ে ৩,৫৫,৮৭৫ কেজি দই, ৩,৬৫,০০০ কেজি মিষ্টি, ১০,৯৫০ কেজি ঘি, ২,১৯,০০০ কেজি মাঠা/ঘোল, ৪,৫৬২ কেজি পনির, ৩৬,৫০০ লিটার মিল্ক কফি, ১৮,২৫০ কেজি পুডিং, ৫,৪৭,৫০০ লিটার তরল দুধ এবং ১০,৯৫০ কেজি মাখন উৎপন্ন করে থাকে।

বর্তমানে সিলেটের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সেনানিবাস, কর্পোরেট অফিসসহ বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন সরবরাহের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে দুধওয়ালা। সিলেট শহরে বর্তমানে ছয়টি বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাদের উৎপাদিত দই ও মিষ্টি জাতীয় পণ্য আমেরিকাসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।



নিয়মিত দুধপানে ভোক্তা সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছে দুধওয়ালা। সমাজের পিছিয়ে পড়া নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্ঠিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। করোনাকালীন সময়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের সহযোগীতায় খোলাবাজারে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয়ে খামারিদেও বিশেষ সহায়তা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে মোট ২৩৮ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। সকল খরচ বাদে বর্তমানে দুধওয়ালা লিমিটেডের বার্ষিক নীট মুনাফা ১,৪২,০২,৯৪৫ টাকা। অনবদ্য উদ্যোগ ও অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় যুব উদ্যোক্তা পুরস্কারসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে দুধওয়ালা লিমিটেড।

দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৪

সরকার এগ্রো ফার্ম

সরকার এগ্রো ফার্মে উৎপাদিত হয় ৩৫ রকমের দুগ্ধ পণ্য। গবাদিপশুর সংখ্যা ৮৫টি। এর মধ্যে বর্তমানে দুধ দেয় ২৫টি গাভী। দৈনিক উৎপাদিত দুধের পরিমান ৩২০ লিটার। খামারটিতে কর্মরত আছেন ১৯ জন কর্মচারী। তাদের বেতন এবং অন্যান্য যাবতীয় খরচ বাদে প্রতি বছর নীট আয় হয় ৩,৮৮,০০০ টাকা। খামারটির অবস্থান নীলফামরী জেলার রামকলা ইউনিয়নে। স্বত্বাধিকারী মো: মাহাবুবুল আলম। পিতা- মাহামুদুল খায়ের এবং মাতা- মোছা: হাছন। ফার্মটিতে মোট ৪০টি গাভী, ১২টি বকনা, ১৮টি বাছুর এবং ১৫টি ষাঁড় আছে।

সরকার এগ্রো ফার্মে নিয়মিত কালোজাম, পোড়াবাড়ী চমচম, লাল মোহান, দানাদার সিষ্টি, সাদা মিষ্টি, বড় চমচম, সুইট মাট, কমলা ভোগ, বিস্কুট কেক, কেক সুইট, গোলাপ জাম, আংগুর সুইট, হাড়ি ভাংগা, এন চমচম, ক্ষীর চমচম, আম বিলাস, বরফি, মৌচাক, মালাইকারী, সাগর ভোগ, স্যান্ডউইচ, রোল ক্রিম, চকলেট চমচম, মায়াভোগ, মিহিদানা লাড্ডু, গাজরের বরফি, কাটলে, শাহী টোস্ট, প্রাণহারি, বাটার টোস্ট, কাটলেট, দই এবং ঘি তৈরি করা হয়।





প্রতি বছর কালোজাম উৎপন্ন হয় ১২০০ কেজি, পোড়াবাড়ি চমচম ৬০০ কেজি, লাল মোহন ৬০০ কেজি, দানাদার মিষ্টি ১৮০০ কেজি, সাদা মিষ্টি ১৮০০ কেজি, বড় চমচম ৪০০ কেজি, সুইট মার্ট ৩০০ কেজি, বিস্কুট কেক ১৫০ কেজি, গোলাম জাম ৩৫০ কেজি, আংগুর সুইট ৪০০ কেজি, হাড়ি ভাংগা ৭০০ কেজি, দই ৩০০০ কেজি এবং ঘি ২০০ কেজি।

আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে খামারটিতে গবাদিপশু লালন-পালন ও দুগ্ধপণ্য উৎপাদন করা হয়। পুষ্টি ও আমিষ সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও খামারটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে। কোভিড-১৯ মহামারি এবং রমজান উপলক্ষে সরকারের সুলভমূল্যে ভ্রাম্যমাণ দুধ, ডিম, মাংস বিক্রয় কার্যক্রমেও প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণ করেছে।

শেখ দই ঘর

শেখ দই ঘর উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুই সহদোরের সাফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার এক অনুকরণীয় গল্প। নাম তাদের মো: জরিপ শেখ ও মো: মোস্তফা শেখ। উভয়েরই বয়স ত্রিশের কোঠায়। ২০০৭ সালে তারা একটি গাভী পালন শুরু করেন। গাভীটি দিনে ১০ লিটার দুধ দিত। কিন্তু সাদুল্যাপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল শ্রীকলায় দুধের ন্যায্য মূল্য পেতেন না তারা। বাইসাইকেলে করে পালাক্রমে দুধ নিয়ে তারা গাইবান্ধা শহরে বিক্রি শুরু করেন। তাদের দুধের গুণগত মান ভাল হওয়ায় এবং দুই ভাইয়ের আন্তরিক ব্যবহারের কারণে দিনদিন দুধের চাহিদা বাড়তে থাকে। সেই সাথে বৃদ্ধি পায় গ্রাহকের সংখ্যা। অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে তারা আশেপাশের খামারিদের কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে থাকে। বাইসাইকেলের পরিবর্তে তারা মোটর সাইকেল ও ভ্যানে করে দুধ পরিবহণ করতে থাকে। ব্যক্তি ভোক্তার পাশাপাশি মিষ্টি ও চায়ের দোকানেও দুধ দেয়া শুরু হয়। এভাবেই তাদের দুধ ব্যবসায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়।





ক্রমান্বয়ে তাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সাথে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তারা প্রায় ২৬০০ জন খামারিকে সংগঠিত করে। বিভিন্ন উপজেলায় অবস্থিত এসব খামারিদের কাছ থেকে বর্তমানে তারা প্রতিদিন প্রায় এগার হাজার লিটার দুধ সংগ্রহ করে। সংগৃতীত এ দুধ প্রথমে তারা নিজস্ব প্লান্টে চিলিং করে। সেখান থেকে ছয় হাজার লিটার দুধ বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)-এ সরবরাহসহ ভ্রাম্যমান যানবাহনের সাহায্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করে। অবশিষ্ট পাঁচ হাজার লিটার দুধ দিয়ে শেখ দই, বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি, মাখন, লাবান, ঘি ইত্যাদি তৈরি করে বাজারজাত করে থাকে।

শেখ দই ঘর প্রতি বছর ৬,৬৪,২০০ কেজি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এর মধ্যে স্পেশাল কাপ দই ৪৩২০০ কেজি, নরমাল কাপ দই ৪৩২০০ কেজি, সরা দই ৭২০০০ কেজি, কেজি-বাটি ১৪৪০০ কেজি, হাফ-বাটি ১৪৪০০ কেজি, ডুঙ্গি ১৪৪০০ কেজি, টক দই ১৮০০০ কেজি, মিষ্টি (ড্রাই) ৭২০০০ কেজি, চমচম ৭২০০০ কেজি, কালোজাম ৭২০০০ কেজি, সন্দেশ ১৪৪০০ কেজি, মিহিদানা লাড্ডু ৭২০০ কেজি, লাবাং ১৪৪০০ কেজি, রসমঞ্জুরী ২৮৮০০ কেজি, ফুলপঞ্জ ১৪৪০০ কেজি, ক্ষিরসা ২৮৮০০ কেজি, লুচি ৭২০০ কেজি, পিঠা ৭২০০ কেজি, মিল্ক ক্রিম ১৮০০০ কেজি, ছানা মিষ্টি ৭২০০ কেজি, লাচ্ছি ১৪৪০০ কেজি, দই আইক্রিম ২৮৮০০ কেজি, ঘি ৭২০০ কেজি, বাটার ১৮০০ কেজি এবং মাঠা ২৮৮০০ কেজি।

দুধ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য শেখ দই ঘরে ১৪০ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। এসব কর্মচারীর বেতন বাবদ প্রতি বছর খরচ হয় ১,০৮,০০,০০০ টাকা।

কর্মচারীর বেতন এবং আনুষাঙ্গিক সকল খরচ বাদে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিবছর নীট মুনাফা থাকে ১৫,৩০,০০০ টাকা।





শেখ দই ঘর আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত জনবলের সাহায্যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর অনুসরণ করে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। করোনা মহামারিকালে সাধারণ খামারিরা যখন দুধ বিক্রয়ে বিপাকে পড়েছিল তখন সরকারের সাথে তারাও পাশে দাঁড়িয়েছিল। তারা নিজস্ব কুল ভ্যানের সাহায্যে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবিক্রিত দুধ সংগ্রহ করে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছিল। উপকৃত হয়েছিল খামাটি এবং ভোক্তা উভয়েই।

দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৬

মেসার্স শাহনাজ ডেইরি ফার্ম



"কর্ণফুলীর পারে দুধের নহর" শিরোনামে ২০০৯ সালে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় উঠে আসে মেসার্স শাহনাজ ডেইরি ফার্মের সাফল্য গাঁথা। তারপর পেরিয়ে গেছে একযুগেরও বেশি সময়। ফার্মটির সাফল্যের মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন পালক। এটিকে শুধু একটি খামার বললে ভুল হবে। শাহনাজ ডেইরি ফার্ম আসলে চট্টগ্রামের পটিয়ার ঘরে ঘরে দুগ্ধ খামার গড়ে ওঠার, অসংখ্য মানুষের দিন বদলে দেবার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনবদ্য ভূমিকা রাখার এক সূতিকাগার। আর এর পেছনে নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাওয়া মানুষটি হলেন 'নেভি হারুন'।



পুরো নাম মো: হারুন চৌধুরী। তিনি ছিলেন নৌবাহিনীর জুনিয়ন কমিশন্ড অফিসার। চাকুরি থেকে অবসর নেবার পর ১৯৯৬ সালে পেনশনের টাকা দিয়ে দুটি গাভী কিনে কর্ণফুলীর শিকলবাহা গ্রামে স্থাপন করেন শাহনাজ ডেইরি ফার্ম। নিজের ফার্মের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি অন্যদেরকে খামার করতে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন শুরু থেকেই। কর্ণফুলীর শিকলবাহা গ্রামকে একটি ডেইরি মডেল ভিলেজ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন তিনি। গঠন করেন গবাদিপশু উন্নয়ন সমিতি।

এ সমিতির মাধ্যমে খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা প্রদান এবং বিপদে-আপদে একে অপরের পাশে থাকার পরিবেশ গড়ে তোলা হয়। আস্তে আস্তে গড়ে ওঠে কর্ণফুলী ডেইরি এসোসিয়েশন। খামারের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বর্তমানে ঐ এলাকায় খামারের সংখ্য প্রায় ৯০০টি এবং দৈনিক উৎপাদিত দুধের পরিমান প্রায় ৬০ হাজার লিটার। সেই সাথে গড়ে তোলা হয়েছে ৩৫০টিরও বেশি বায়োগ্যাস প্লান্ট। এ খাতে সব মিলিয়ে কর্মরত আছেন প্রায় ২০ হাজার কর্মচারী।

এর মধ্যে শাহনাজ ডেইরি ফার্মের নিজস্ব গরুর সংখ্যা ৮০টি। দৈনিক দুধ উৎপাদিত হয় ৪০০ লিটার। গরুর খাবারের জন্য প্রায় ২০ বিঘা জমিতে জার্মান ঘাস চাষ করা হয়। উৎপাদিত দুধের এক-চতুর্থাংশ দিয়ে দই ঘি তৈরি করা হয় এবং অবশিষ্ট দুধ প্যাকেটজাত করে বাজারজাত করা হয়।

এলাকার প্রথম বায়োগ্যাস প্লান্টও স্থাপন করে শাহনাজ ডেইরি ফার্ম। পাশাপাশি গরুর গোবর থেকে উৎপন্ন করা হয় ভার্মিকম্পোস্ট বা কেঁচো সার।

অসামান্য অবদানের জন্য শাহনাজ ডেইরি ফার্ম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২২ লাভ করে। এছাড়া স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এ্যাওয়ার্ড-২০১৭, এসিআই দীপ্ত কৃষি এ্যাওয়ার্ড-২০২১ সহ বিভিন্ন সম্মাননা লাভ করেন। গাভীর স্বাস্থ্য, দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা, উৎপাদিত পণ্যের মান, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা, জৈব-নিরাপত্তা, রেকর্ড কিপিং, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, উন্নত ঘাস চাষ, সাইলেজ তৈরি এবং পরিবেশ বান্ধব খামার, গাভীর সংখ্যা এবং দই, ঘি ও প্যাকেটজাত দুধ সরবরাহের কারণে খামারটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বিবেচনায় ডেইরি আইকন-২০২১ এর মর্যাদা লাভ করে।







দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৭

স্বদেশ সুইটস এন্ড পিওর ফুডস

স্বদেশ সুইটস এন্ড পিওর ফুডসের অবস্থান জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলার বালিজুড়ী বাজারের বানীকুঞ্জ গ্রামে। ৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত নিজস্ব খামারে ২১০টি গাভী পালন করা হয়। দৈনিক দুধ উৎপাদিত হয় ৯০০ লিটার। এ দুধ এবং অন্যান্য খামার থেকে সংগৃহীত দুধ থেকে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা হয়। নিজেদের ৭টি শো-রুম রয়েছে এবং অনলাইনের মাধ্যমেও পণ্য বিক্রি করে থাকে।

স্বদেশ সুইটস এন্ড পিওর ফুডস দৈনিক ১৪৫০ লিটার দুধ প্রক্রিয়াজাত করে ৫৫০ কেজি দই, ৭৩০ কেজি মিষ্টি এবং ৩০ কেজি ঘি উৎপাদন করে থাকে। দৈনিক গড়ে বিক্রয় হয় ২,৫০,০০০ টাকার পণ্য। আর বার্ষিক মোট দই উৎপাদনের পরিমান ১,০৯,৫০০ কেজি, মিষ্টি ৭৩,০০০ কেজি এবং ঘি ৩,৬৫০ কেজি। নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্য ৪২ জন। এর মধ্যে ৯ জন নারী কর্মচারী রয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির বাৎসরিক নীট আয় ৪৩,৮০,০০০ টাকা। প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম আব্দুল হামিদ। পিতা আব্দুস ছাত্তার এবং মা হামিদা বেগম।





দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৮

কোম্পানীগঞ্জ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কোম্পানীগঞ্জ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত একটি দুধ প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান। এখানে নিজস্ব খামারের দুধ থেকে মানসম্মত পনির, দই, ঘি ও মিষ্টি উৎপাদন করা হয়। প্রতিদিন ৫০০ কেজি তরল দুধ প্রক্রিয়াজাত করে ৩৮০ কেজি দই উৎপাদন করা হয়। সে হিসেবে প্রতি বছর উৎপাদিত দইয়ের পরিমান ১,৩৮,৭০০ কেজি। এ দই ছোট ছোট কাপের মধ্যে তৈরি করে প্রতিদিন এরকম প্রায় ৪৭০০টি কাপ বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়। কাপ দধি থেকে প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক নীট আয় হয় ১,২৩,৯১,৭৫০ টাকা। অনুরূপভাবে প্রতিদিন প্রায় ৫০০ কেজি দুধ প্রক্রিয়াজাত করে ১৫ কেজি ঘি তৈরি করা হয়। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর ঘি উৎপাদন করে ৫,১১০ কেজি। এর থেকে যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে বার্ষিক মুনাফা থাকে ৯৫,৯৯,৫০০ টাকা। অর্থাৎ, দই এবং ঘি থেকে কোম্পানীগঞ্জ এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের প্রতি বছর নীট আয় হয় ২,১৯,৯১,২৫০ টাকা।

প্রতিষ্ঠানটিতে স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। আছে নিজস্ব দুগ্ধ খামার, ফ্রিজিং ভ্যান ও আধুনিক যন্ত্রপাতি। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে গবাদিপশুর জন্য ঘাস উৎপাদন ও সাইলেজ তৈরি করা হয়। দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদ ও পরিবহণ ব্যবস্থার সকল স্তরে স্বাস্থ্যবিধি এবং হাইজিন নিশ্চিত করা হয়। খামার ও কারখানায় জৈব-নিরাপত্তা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আধুনিক, মানসম্মত ও উন্নত। গবাদিপশুর বর্জ্য থেকে নিজস্ব প্লানের মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা হয়।

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও কোয়ালিটি বজায় রাখতে প্রাণিসম্পদ দপ্তরের ল্যাবরেটরিতে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। নতুন নতুন ডেইরি উদ্যোক্তা সৃষ্টিতেও প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।





দুধ/মাংস প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৯

সাদেক খান দই ঘর

সম্প্রতি শতবর্ষ পার করেছে সাদেক খান দই ঘর। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ার এ দই ঘরে মূলত ঘোল উৎপাদিত হয়। তবে দই এবং ঘি উৎপাদনের পরিমানও নেহায়েত কম নয়। গত বছর ঘোল, দই এবং ঘি মিলিয়ে মোট উৎপাদনের পরিমান ছিল ৩,৮৬,৭০০ কেজি এবং সকল খরচ বাদ দিয়ে বার্ষিক নীট মুনাফা হয় ১৯,৩৩,৫০০ টাকা। সাদেক খান দই ঘরের যাত্রা শুরু বৃটিশ আমলে। উল্লাপাড়ার পরবর্তী রেল স্টেশন সলপে একটি ঘোলের দোকান দেন পার্শ্ববর্তী দমদমা গ্রামের সাদেক আলী। অল্প সময়েই জনপ্রিয়তা লাভ করে তার ঘোল। রেল যাত্রীদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে সুখ্যাতি। দূর দূরান্ত থেকে সাদেক আলীর ঘোলের স্বাদ নিতে আসতে থাকে অসংখ্য মানুষ। খাওয়ার পর কেউ আবার পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনের জন্য নিয়েও যেতো। স্থানীয় রেল স্টেশনের নামানুসারে সুস্বাদু এ ঘোল ক্রমান্বয়ে 'সলপের ঘোল' নামে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।





সলপের ঘোলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো জ্বাল দেয়া ঘন দুধের পাতিলের মধ্যে বাঁশ ও দড়ি দিয়ে তৈরি ঘুলট নামক অতিসাধারণ একটা যন্ত্র দিয়ে দু'জন মানুষ মিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাতে থাকে। সাথে পরিমান মতো লবন, চিনি ও অন্যান্য উপাদান মেশানো হয়। ঘুলট ব্যবহার করে ঘোল উৎপাদনের এই প্রক্রিয়া সলপের ঘোল কারখানায় এখনো তেমনিভাবে চলমান আছে। কালের পরিক্রমায় মালিক বদলে গেছে। সাদেক আলীর দুই নাতি আব্দুল মালেক ও আব্দুল খালেক এখন দায়িত্ব পালন করছেন। আর প্রতিষ্ঠানটির আধুনিক নাম দেয়া হয়েছে সাদেক খান দই ঘর।

সাদেক খান দই ঘর প্রতিদিন ৫০ থেকে ৬০ মন দুধ স্থানীয় খামারিদের নিকট থেকে সংগ্রহ করে এবং শুধু ৪০ থেকে ৫০ মন ঘোলই তৈরি করে। এ ঘোল কেউ নিজেদের জন্য কেনে, কেউ আবার বেশি করে কিনে নিয়ে গিয়ে নিজের এলাকায় বিক্রি করে। বর্তমানে সাদেক খান দই ঘরে ১৪ জন কর্মী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে।

ক্যাটাগরি: পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

মোট নির্বাচিত খামার: ৯টি



পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-১

ইউনাইটেড ফিডস লিমিটেড

ইউনাইটেড ফিডস লিমিটেড ২০০২ সাল থেকে পোল্ট্রি ও পশুখাদ্য উৎপাদন করে আসছে। এটি মেঘনা গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। কারখানাটি নারায়ণগঞ্জের মেঘনাঘাটে অবস্থিত।

ইউনাইটেড ফিডস লিমিটেড স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে সম্পূর্ণ অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা প্রতি বছর ৭০,০০০ মেট্রিক টন পোল্ট্রি ও পশুখাদ্য উৎপাদন করে সারাদেশে সরবরাহ করে থাকে। কাঁচামাল গ্রহণ করা থেকে ফিনিশড ফিড উৎপাদন পর্যন্ত গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে আধুনিক ল্যাবরেটরি। ফিডের ফলাফল যাচাইয়ের জন্য স্থাপন করা হয়েছে আর এন্ড ডি ফার্ম। কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্যেও রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষিত জনবল।



ইউনাইটেড ফিডস লিমিটেডে উৎপাদিত পশুখাদ্য শতভাগ এন্টিবায়োটিক মুক্ত। কারখানাটির দৈনিক সর্বনিম্ন উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ মেট্রিক টন এবং প্রতি বছর এখানে উৎপাদিত পোল্ট্রি ও পশুখাদ্য থেকে নীট মুনাফা আসে ২৫,৬২,১৩,৬৫১ টাকা।

প্রথমে ৫০ জন কর্মচারী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মচারীর সংখ্যা ২৫০ জন। ইউনাইটেড ফিডস লিমিটেড সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি উন্নত জাতের ঘাস বিতরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-২

এ আর ট্রেডিং

শুধুমাত্র গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে সাইলেজ উৎপাদন করে সফলতার মুখ দেখেছে এ আর ট্রেডিং। রংপুরের জলকরে অবস্থিত কারখানাটির বার্ষিক সাইলেজ উৎপাদনের পরিমান ৯,৭০০ টন। এ থেকে মোট আয় হয় ৪,৪৬,২০,০০০ টাকা এবং খরচ হয় ৪,০৭,৪০,০০০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বছর নীট মুনাফা হয় ৩৮,৮০,০০০ টাকা। বর্তমানে এ আর ট্রেডিং-এ নিয়োজিত রয়েছেন ৫০ জন কর্মচারী।

প্রতি বছর মূলত তিন মাস সাইলেজ উৎপাদন করে প্রতিষ্ঠানটি। এ আর ট্রেডিং-এর প্রধানের নাম রাজু আহমেদ। পিতার নাম মো: আবুল হোসেন এবং মাতার নাম মৃত রাবেয়া বেগম।







দেশে পশুপাখির খাবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আর.আর.পি এগ্রো ফার্মসের ফিড বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অবদান রাখছে প্রতিষ্ঠানটি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর.আর.পি এগ্রো ফার্মস কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার ফার্ম গড়ে তুলেছে। এখানে নতুন ও পিছিয়ে পড়া উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পশুপাখির খাদ্য উৎপাদন তথা প্রাণিসম্পদ খাতে অসামান্য অবদান রাখায় প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছে।

পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৩

আর.আর.পি এগ্রো ফার্মস

আর.আর.পি এগ্রো ফার্মস পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার মুলাডুলি ইউনিয়নের আরকান্দিতে অবস্থিত একটি পশুখাদ্য উৎপাদক, প্রক্রিয়াজাতকারক, সংরক্ষক ও বাজারজাতকারক একটি প্রতিষ্ঠান। পশুখাদ্য ও বাচ্চার গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য আর.আর.পি এগ্রো ফার্মস তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাসে আরএন্ডডি ফার্ম স্থাপন করেছে। এছাড়াও রয়েছে অত্যাধুনিক নিউট্রিশন ল্যাবরেটরি, যেখানে কাঁচামাল ও খাদ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করে পশুখাদ্য তৈরি ও বাজারজাত করা হয়।

আর.আর.পি এগ্রো ফার্মসে প্রতিদিন কমপক্ষে ১৫০০ মেট্রিক টন পশুখাদ্য উৎপন্ন হয়। আর প্রতি বছর ৩,৬০,৭৩৯ মেট্রিক টন পোল্ট্রি খাদ্য এবং ৬,৯৩৫ মেট্রিক টন ক্যাটল ফিড উৎপাদন করা হয়। এ থেকে মোট বার্ষিক নীট মুনাফা হয় ১৮,৩৮,৩৭,০০০ টাকা। কারখানাটিতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৬৯০ জন। এছাড়া পরোক্ষভাবে কারখানাটির মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০টি পরিবারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।



পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৪

কাজী ফার্মস লিমিটেড (ফিডমিল)

কাজী ফার্মস লিমিটেড (ফিড মিল) এর অবস্থান ভোলার খেয়াঘাট ইউনিয়নের চরশেমাইয়া গ্রামে। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক মুরগি ও গরুর খাদ্য উৎপাদনের পরিমান ৫৫,২০০ মেট্রিক টন। বছরে এখাতে মোট আয় হয় ২১৫,৮৭,৭৭,০২৮ টাকা এবং ব্যয় হয় ১৯৮,৭২,৯৬,৩৭২ টাকা। সকর খরচ বাদে নীট মুনাফা থাকে ২০,৯৩,১৯,০৬৭ টাকা। কারখানাটিতে মোট নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ২০৭ জন।







প্রতিষ্ঠানটিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এবং পশুখাদ্য আইন ও বিধি অনুসরণ করে মানসম্পন্ন পদ্ধতিতে পশুপাখির খাদ্য উৎপাদিত ও বাজারজাত করা হয়। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রাখছে কাজী ফার্মস লিমিটেড (ফিড মিল)।

পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৫

মেঘ ডুবি এগ্রো



মেঘ ডুবি এগ্রো ঢাকার মোহাম্মদপুরের বসিলায় অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটি গবাদিপশু লালন-পালন ও পশুখাদ্য উৎপাদন করে খ্যাতি অর্জন করেছে। তাদের রয়েছে প্রায় ৩৫০টি গবাদিপশু এবং প্রতি বছর তাদের কারখানায় উৎপাদিত হয় ৩৮,০০০ টন ভুট্টার সাইলেজ। আধুনিক পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা বজায় রেখে নিজস্ব কারখানায় খাদ্য উৎপাদন করা হয়।

প্রতিষ্ঠানটিতে বর্তমানে ১৬৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন। ভুট্টার সাইলেজ তৈরিতে বাৎসরিক ব্যয় হয় ১৯ কোটি টাকা এবং যাবতীয় খরচ বাদে বছরে নীট লাভ থাকে তিন কোটি আশি লাখ টাকা। ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রয়, সংকটময় মূহুর্তে ইতিবাচক সাড়া দেয়া এবং নতুন ও পিছিয়ে পড়া খামারি বা উদ্যোক্তাদেরকে পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও মেঘ ডুবি এগ্রোর বিশেষ সুনাম রয়েছে।



পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৬

পি সি এফ ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ

খলনার ডুমুরিয়ার গুটুদিয়া গ্রামে মো: শরিফুল ইসলাম গড়ে তুলেছেন পি সি এফ ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ। কারখানাটিতে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করে পোল্ট্রি এবং ক্যাটল ফিড উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত বার্ষিক পোল্ট্রি ফিডের পরিমান ২,৫৪,৬৭২ মেট্রিক টন এবং ক্যাটল ফিডের পরিমান ৩,৬৩৮ মেট্রিক টন । এ দুটি পণ্যের বার্ষিক বিক্রয় মূল্য ১০০ কোটি টাকার উপরে। কারখানাটিতে নিয়মিত কাজ করেন ৯০ জন কর্মচারী এবং তাদেরকে বাৎসরিক ৯৮,৬৮,৭৭০ টাকা বেতন প্রদান করা হয়।

মো: শরিফুল ইসলাম ২০২০-২০২১ কর বছরে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ২য় সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী হিসেবে সম্মাননা লাভ করেন।











পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৭

বিসমিল্লাহ ফিড মিলস লিমিটেড

বিসমিল্লাহ ফিড মিলস লিমিটেড বাগেরহাটের ফকিরহাট ইউনিয়নের আট্টাকীতে অবস্থিত। কারখানাটিতে মূলত: পোল্ট্রি ফিড উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত বাৎসরিক পোল্ট্রি ফিডের পরিমান ১,২৭০ মেট্রিক টন । কারখানাটিতে কর্মরত আছেন ২৬ জন কর্মচারী। প্রতি বছর বিসমিল্লাহ ফিড মিলস লিমিটেড এ খাদ্য বিক্রি করে আয় করে ৫,০৭,৮৬,০৯০ টাকা এবং উৎপাদন ব্যয় হয় ৩,৮৭,০৩,০৮৩ টাকা। অর্থাৎ প্রতি বছর নীট মুনাফা হয় ১,২০,৮৩,০০৭ টাকা।



পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৮

সুগন্ধা ফিড মিলস লিমিটেড

সুগন্ধা ফিড মিলস লিমিটেডের অবস্থান ঝালকাঠীর নলছিটি উপজেলায়। মালিক মো: জিল্লুর রহমান খান। তার পিতার নাম মো: আব্দুল মান্নান খান এবং মাতার নাম জোবেদা বেগম।

কারখানাটিতে প্রতি বছর উৎপাদিত পশুখাদ্যের পরিমান ৭,২০০ মেট্রিক টন। এ কাজে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত আছেন ১৪৬ জন কর্মচারী। প্রতি বছর পশুখাদ্য বিক্রি করে মোট আয় হয় ৩০২,৪০,০০,০০০ টাকা এবং নীট মুনাফা থাকে ১৪,৪০,০০,০০০ টাকা।







পশুখাদ্য প্রক্রিয়াকরণ: ডেইরি আইকন-৯

প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড

প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেডের ফিড ডিভিশন গাজীপুর জেলার ভবানীপুরের বানিয়ারচালায় অবস্থিত। কারখানাটিতে গরু মোটতাজাকরণ এবং দুগ্ধবতী গাভীর জন্য দুই ধরণের ক্যাটল ফিড উৎপাদন করা হয়। বাৎসরিক উৎপাদিত এ পশুখাদ্যের মোট পরিমান ৮,০০০ মেট্রিক টন। প্রতি বছর উৎপাদন ব্যয় হয় ৩০,৬০,০০,০০০ টাকা এবং বিক্রয় করে পাওয়া যায় ৩১,২০,০০,০০০ টাকা।





কারখানাটিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভুট্টা, সয়াবিন মিল, ফুলফ্যাট সয়াবিন, ডিডিজিএস, চিটাগুড়, প্লাম কার্ণেল মিল, ডিওআরবি এবং ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স। এ সকল উপাদানের অধিকাংশই দেশীয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। তবে ডিডিজিএস এবং প্লাম কার্ণেল মিল যথাক্রমে ইউএসএ এবং মালয়েশিয়া থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে।

প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেডে সার্বক্ষণিক কর্মরত রয়েছেন ৩৬ জন কর্মচারী। যাবতীয় খরচ বাদে প্রতিষ্ঠানটির বাৎসরিক নীট মুনাফা আসে ৬০,০০,০০০ টাকা।

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনঃ সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ কার্যক্রম

এ বছর দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত "ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ২০২১" খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সফল খামারিদের জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত ও উৎসাহিত করার উদ্যোগ এটাই প্রথম। এ আয়োজনকে ঘিরে সারাদেশের খামারিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আগামীতেও অনুরূপ আয়োজনের অনুরোধ করেন সফল খামারিগণ। এ প্রেক্ষাপটে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি বছর আরো বৃহৎ পরিসরে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।

ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন-২০২১ দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হওয়ায় এবং করোনা মহামারির কারণে এ আয়োজনে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। আগামীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া যেতে পারেঃ

১. গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।
২. প্রোডিউসার গ্রুপ বা পিজির অন্তর্ভূক্তির মাধমে ভেল্যু চেইন ভিত্তিক ক্যাটাগরির সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।
৩. নারী খামারি ও উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদাভাবে বিশেষ ক্যাটাগরি যোগ করা যেতে পারে।
৪. মাঠ প্রশাসন, ব্যবসায়ী সংগঠন, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
৫. আবেদন ফর্ম আরো পরিশীলিত ও তথ্যবহুল করতে হবে। প্রত্যেক ফর্মের সাথে স্ব স্ব খামার/কারখানার ইতিবৃত্ত ও সাফল্যের গল্প ও ছবি অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।
৬. আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যাদি ভেরিফিকেশনের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম প্রস্তুত করা যেতে পারে।
৭. নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের স্বর্ণের মেডেল প্রদান করা যেতে পারে।
৮. নির্বাচিত প্রত্যেক ডেইরি আইকনের উপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত ও গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৯. ডেইরি আইকন সেলিব্রেশনের আগে ও পরে টেলিভিশনে টকশো/আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে।
১০. নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের সহায়তায় পিজি সদস্য এবং নতুন ও পিছিয়ে পড়া উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।
১১. পূর্ববর্তী বছরে নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের পরের বছরের সেলিব্রেশন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো ও তাদের সাফল্যের গল্প বলার সুযোগ দেয়া যেতে পারে।
১২. প্রকল্প মেয়াদের শেষ বছরে সকল নির্বাচিত ডেইরি আইকনদের নিয়ে একটি সম্মেলন আয়োজন করা যেতে পারে।

পরিশেষে আশা করা যায়, ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন দেশের খামারি ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে তা দীর্ঘমেয়াদে প্রাণিসম্পদ খাতের সার্বিক অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ রকম একটি চমৎকার উদ্যোগ যাতে প্রকল্প মেয়াদ শেষেও অব্যাহত থাকে সেজন্য এখন থেকেই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রবন্ধ

দুধ উৎপাদনে আমাদের অভিযাত্রা ও একজন ভার্গিস কুরিয়েন

ডঃ মোঃ গোলাম রব্বানী

দুধ একটি সম্পূর্ণ ও আদর্শ খাবার। আমরা যতগুলো পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য সম্মত খাবার পাই তার মধ্যে দুধের উপকারিতা সবচেয়ে বেশি। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষ, ভিটামিন ও খনিজের চাহিদা পুরণে এর বিকল্প নেই। দুধে এল-ট্রিপটোফেন নামক এমাইনো এসিড থাকে বিধায় দুধ পান করলে স্নায়ু শান্ত হয় এবং ঘুমও ভালো হয়। দুধ থেকে তৈরি দধি প্রোবায়োটিক হিসেবে কাজ করে যা হজম শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক কাপ দুধে প্রায় ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরি শক্তি, ৮-১০ মিলিগ্রাম মানসম্মত ফ্যাট, ৮-১০ মিলিগ্রাম উন্নত প্রোটিন, ১৩-১৫ মিলিগ্রাম শর্করা, ২৪-২৫ মিলিগ্রাম ঝুঁকিবিহীন কোলেস্টেরল, ৯৮-১০০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলস এবং অন্যান্য পুষ্টি উপকরণ থাকে। আবার দামেও সস্তা এবং পাওয়াও যায় সহজে। করোনা ভাইরাসের এই মহামারিকালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুধ ও দুধজাতীয় খাবারের সমতুল্য আর কী হতে পারে!

আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে দুধের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, উপকারিতা ও সহজলভ্যতার বিষয়টি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা ভারতীয় এক যুবক। তিনি ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন। তাঁর নিষ্ঠা, গবেষণা আর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশটি একসময় পৃথিবীর মধ্যে এক নম্বর দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভ করে।





ভারতের "মিল্কম্যান" খ্যাত ডক্টর ভার্গিস কুরিয়েন ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর কোজিকোডের একটি সমৃদ্ধ খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পুতেনপাড়কল কুরিয়েন ছিলেন ব্রিটিশ কোচিনের সিভিল সার্জন। ভার্গিস কুরিয়েন মাদ্রাজের লয়োলা কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় বিএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সরকারি বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিস্টিংশনসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

পড়াশোনা শেষে তিনি ভারতে ফিরে আসেন এবং সরকারি চাকরি নিয়ে ১৯৪৯ সালের ১৩ই মে গুজরাটের কয়রা জেলার আনন্দ অঞ্চলে যান। সেখানে দেখতে পান যে, 'পেস্টনজি এডুলজি' নামে পরিচিত চতুর ব্যবসায়ীদের দ্বারা দুধ উৎপাদনকারী কৃষকরা ভীষণভাবে শোষিত হচ্ছেন। এই 'পেস্টনজি এডুলজি' নামক প্রতিষ্ঠানটি সে সময় পোলসন মাখন বাজারজাত করতো। কৃষকদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের দিকে তাকিয়ে তাদের নেতা ত্রিভূবনদাস প্যাটেল তখন কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে পেস্টনজির শোষণের বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন। ত্রিভূবনদাস প্যাটেলের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ড. কুরিয়েন বিমোহিত হন এবং সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্যাটেলের সাথে যোগ দেন। তাঁরা যৌথভাবে কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেড (কেডিসিএমপিইউএল) নামে নিবন্ধন নিয়ে ডেইরি খামারিদের ভাগ্যোন্নয়নের আন্দোলন শুরু করেন, যা পরবর্তীকালে 'আমূল' নামে সারা বিশ্বে পরিচিতি পায়। আর এভাবেই ভারত বিশ্বসেরা দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদা লাভের অভিযাত্রা শুরু করে।

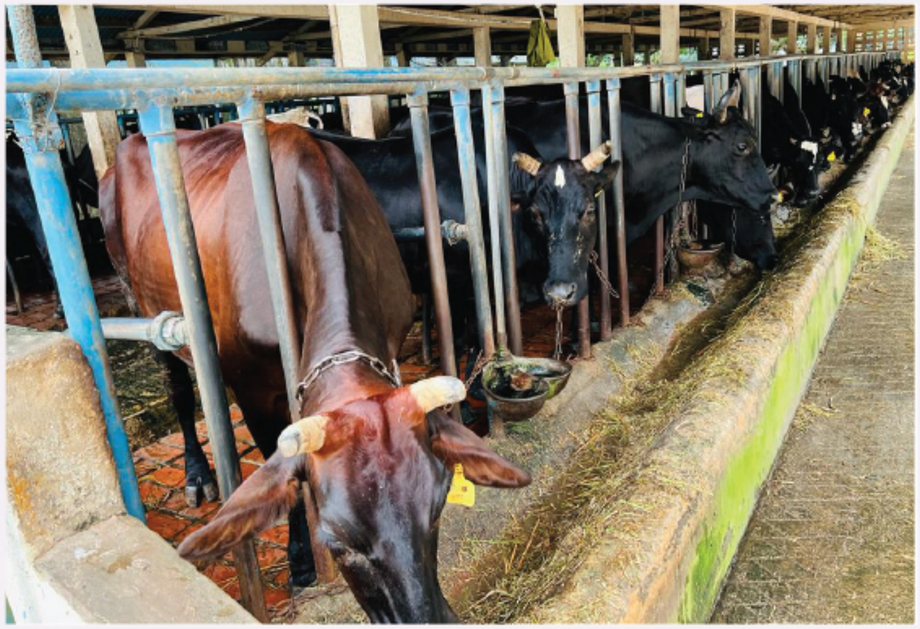
আহমেদাবাদ থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে আনন্দ শহর অবস্থিত। ১৯৩০ সালে এখানে প্রতিষ্ঠিত 'পোলসন ডেইরি' গ্রাহকদের কাছে দুগ্ধজাত পণ্য সরবরাহ করতো। কিন্তু যেসব খামারি পোলসন ডেইরির নিকট দুধ বিক্রি করতো, তাদের অন্য কারো নিকট দুধ বিক্রির অনুমতি ছিল না। এ কারণে খামারিরা দুধের ভাল দাম পাচ্ছিলেন না এবং নানাভাবে শোষিত হচ্ছিলেন। ভারতের জাতীয় নেতা সরদার ত্রিভূবন প্যাটেল শোষিত খামারিদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং সাথে পেয়েছিলেন ড. কুরিয়েনকে। প্রাথমিকভাবে দুধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য বিন্যাস ছাড়াই সমবায় নেটওয়ার্ক তৈরি করেন এবং এ সমবায় সমিতিটি মাত্র ২৪৭ লিটার দুধ দিয়ে উন্নয়ন যাত্রা শুরু করে।

ড. কুরিয়েন মি: প্যাটেলকে সাথে নিয়ে যে সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে সমবায়ীদের ভূমিকা ছিল খামারিদের নিকট থেকে দুধ সংগ্রহ করা এবং দুধের গুণমান অনুযায়ী যথাযথ মূল্য প্রদান করা। ড. কুরিয়েন কয়রা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেডকে একটি অনন্য নাম দিতে চেয়েছিলেন যা সহজেই উচ্চারণ করা যায় এবং ইউনিয়নের শক্তি বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে।

'আমূল' নামটি নির্বাচন করা হয়। এটি একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ অমূল্য। শব্দটি অপরিবর্তনীয় শ্রেষ্ঠত্বকে বুঝায়। পাশাপাশি আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবেও আমূল নামটি বিবেচনা করা যায়। ১৯৬০ এর দশকের শেষের দিকে এই আমূল গুজরাট অঞ্চলে সাফল্যের অনন্য গল্পে রূপ নেয়।

১৯৬৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমূলের আওতায় দুগ্ধবতী গাভীর ফিডিং পদ্ধতির নতুন প্রযুক্তি উদ্বোধনের জন্য। দিন শেষে তার ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আনন্দে পৌঁছে সমবায়ী খামারিদের সাফল্যের চিত্র দেখে বিষয়টি আরো ভালভাবে বোঝার জন্য তিনি থেকে গিয়েছিলেন। আমূলের খামারিদের সাথে দুধের আদ্যপান্ত নিয়ে করা শ্যুটিং দেখে এবং খামারিদের সাথে মতবিনিময় করে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে ড. কুরিয়েনের ভূমিকা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। দিল্লীতে ফিরে শাস্ত্রীজী ড. কুরিয়েনকে তার ডেইরি মডেল বা আনন্দ প্যাটার্নটিকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে অনুরোধ জানান।

ড. কুরিয়েন এ পর্যায়ে শুরু করেন "অপারেশন ফ্লাড" বা শ্বেত বিপ্লব। সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৬৫ সালে গুজরাটে ভারতের জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড (এনডিডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. কুরিয়েন এনডিডিবি'র দায়িত্ব নেন এবং আনন্দ প্যাটার্ন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এই সম্প্রসারণের ফলে সারাদেশে দুধের সরবরাহ দ্রুত বাড়তে থাকে। একই সাথে গুড়ো দুধ তৈরি, দুগ্ধপণ্য বহুমূখীকরণ, পশুপুষ্টি, পশুস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধে ভ্যাকসিন ব্যবস্থার উন্নয়নেও হাত দেন। ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও আমূলের পণ্য ব্রান্ড হিসেবে বিক্রি করার জন্য আমূলের অধীনে একটি পৃথক বিপণন ইউনিট সৃষ্টি করা হয়। সাফল্যের দীর্ঘ্য পথপরিক্রমায় আমূল বর্তমানে দেড় কোটি ডেইরি খামারিকে নিয়ে সে দেশে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ২৪৬টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি পরিচালনা করছে এবং ভারত সমগ্র বিশ্বে বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদায় আসীন হয়েছে।





দুগ্ধখাতকে একটি প্রাণবন্ত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপে রূপান্তরিত করার জন্য "অপারেশন ফ্লাড" সে দেশে একটি শক্তিশালী ভিত্তি রচনা করেছিল। দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ভারতের পথকে প্রশস্ত করেছিল। মূল চ্যালেঞ্জ ছিল অপারেশন ফ্লাডের আওতায় তৈরি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে একে আরও শক্তিশালী করা; ভারতের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ডেইরি সেক্টরকে দুগ্ধ সমবায় আন্দোলনের সর্বোচ্চ সম্ভাবনার পথে নিয়ে যাওয়া। প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি ৪টি মূল বিষয়ে নজর নিবদ্ধ করে, যথা- সমবায় ব্যবসা জোরদার করা, উৎপাদন বৃদ্ধি করা, গুণমান নিশ্চিত করা এবং একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক তৈরি করা। দুগ্ধ বোর্ড বা এনডিডিবি দেশের সকল খামারির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনাটি সহজ করেছিল এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা ও প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করেছিল।

ভারতের এই শ্বেত বিপ্লব বা দুধ বিপ্লব থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশও এগিয়ে যেতে পারে। আশার কথা, গত এক দশকে আমরা দেশে দুধ উৎপাদন তথা প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অনেক পথ এগিয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই অগ্রযাত্রার পথে নির্ভিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কৃষিপ্রধান জনবহুল বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা, সুষম পুষ্টি, বেকার সমস্যা সমাধান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কৃষি জমির উর্বরতা ধরে রাখা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্মৃতিশক্তি বিকশিত একটি মেধাবী জাতি গঠনের জন্য অনন্য এক সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হলো প্রাণিসম্পদ খাত। ২০২০-২১ অর্থ বছরে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ছিল ১.৪৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৮০ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রায় ১৩.১০ ভাগ। ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল ৫০,৩০১ কোটি টাকা, (সূত্রঃ বিবিএস ২০২০-২১)। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান, অর্থাৎ প্রতি বছর প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপি বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর "প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প" বাস্তবায়ন করছে। অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের জন্য এটি একটি ফ্লাগশিপ প্রোজেক্ট, যেখানে মোট বিনিয়োগ প্রায় ৪২৮০ কোটি টাকা। এ জন্যে সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছে, যা দেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ। জানুয়ারি ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে এক বছরের মাথায় করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ তথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পোল্ট্রির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরণের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী দ্বারা খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন, দুধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, পণ্য বহুমূখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজাত আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফুড চেইনের সকল পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দুধ-মাংস উৎপাদনকারী, পরিবহণকারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভোক্তা ইত্যাদি স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার স্থাপন, আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব স্থাপন, পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন পর্যায়ে ৩টি এবং জেলা পর্যায়ে ২০টি পশু জবাইখানা নির্মাণ, উপজেলা/গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ১৯২টি স্লটার স্লাব/মাংসের বাজার উন্নয়ন, গবাদিপশুর বর্জ্য ব্যবহার করে বিকল্প জ্বালানী/বায়োগ্যাস ও বায়োফার্টিলাইজার উৎপাদনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক দেয় ভেটেরিনারি সেবা আরও বেগবান করা ও মানোন্নয়নের জন্য ডায়াগনোস্টিক ল্যাব স্থাপন ও ভেটেরিনারি হাসপাতালসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপজেলা পর্যায়ে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সরবরাহ ও পরিচালনা, ভোক্তা সৃষ্টি ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পাইলট আকারে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা, প্রাণিসম্পদ বীমা ব্যবস্থায় উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তথা ক্ষেত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তির সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির মতো সময়োপযোগী ও বহুমাত্রিক কার্যক্রম রয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্প এলাকায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সেবা খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইভস্টক সার্ভিস প্রোভাইডার (৪২০০ জন), উপজেলা পর্যায়ে লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট (৯৩০ জন) এবং প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা (৪৬৫ জন) প্রকল্প থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যা প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে সিভিল ওয়ার্কসের জন্য ৩ জন সহকারি প্রকৌশলী এবং একটি ডিজাইন ও সুপারভিশন ফার্ম নিয়োজিত রয়েছে। প্রকল্প কার্যক্রম তদারকি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ২০ জন মনিটরিং অফিসার ও সিনিয়র এমএন্ডই বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী মনিটরিং সেল কাজ করছে। ভ্যালু চেইন ও বিজনেস ডেভেলপমেন্টের জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিবিজনেস ফার্ম নিযুক্ত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম ও বিধিবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে জাতিসংঘের ঋঅঙ এবং ফুড সেফটি কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)-কে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পভূক্ত ৪৬৫টি উপজেলায় ৪টি ভিন্ন ভিন্ন ভেলুচেইন বিশেষ করে (ক) ডেইরি ভ্যালু চেইন, (খ) বীফ ফ্যাটেনিং ভ্যালু চেইন, (গ) জাবরকাটা ছোট প্রাণি অর্থাৎ ছাগল/ভেড়া ভ্যালু চেইন এবং (ঘ) বড়ে খাওয়া দেশী হাঁস-মুরগি ভ্যালু চেইনের আওতায় গড়পড়তায় ৩০ জন খামারিকে সংগঠিত করার মাধ্যমে একটি করে প্রোডিউসার গ্রুপ বা পিজি গঠন করা হচ্ছে। এ রকম মোট পিজি হবে ৫৫০০টি। এসব পিজিভিত্তিক একটি করে প্রাণিসম্পদ ফার্মারস ফিল্ড স্কুলও প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এবং এই ফিল্ড স্কুল কেন্দ্রিক খামারিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রযুক্তি হস্তান্তর, উপকরণ সরবরাহ, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গবাদিপশুর উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, খামারের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য নিরাপদতা উন্নয়ন করা হচ্ছে।

সরকার বিশ্বব্যাংক থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছে, যা দেশের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়নে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ বিনিয়োগ। জানুয়ারি ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করে এক বছরের মাথায় করোনা মহামারির কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হলেও বর্তমানে এটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিসম্পদ তথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পোল্ট্রির উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরণের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি প্রদর্শনী দ্বারা খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন, দুধ বিপণনের জন্য বাজার সংযোগ বৃদ্ধি, পণ্য বহুমূখীকরণ, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রাণিজাত আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফুড চেইনের সকল পর্যায়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দুধ-মাংস উৎপাদনকারী, পরিবহণকারী, ব্যবসায়ী, কারিগর, ভোক্তা ইত্যাদি স্তরে সচেতনতা বৃদ্ধি, এতদ্‌সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ, বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার স্থাপন, আঞ্চলিক পর্যায়ে ২০টি ডেইরি হাব স্থাপন, পশু জবাই ও মাংস প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেট্রোপলিটন পর্যায়ে ৩টি এবং জেলা পর্যায়ে ২০টি পশু জবাইখানা নির্মাণ, উপজেলা/গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ে ১৯২টি স্লটার স্লাব/মাংসের বাজার উন্নয়ন





দেশে বর্তমানে চার কোটির অধিক গবাদিপশু আছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর তার সীমিত জনবল ও দেশের প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরত সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের স্বাস্থ্যসেবা চালিয়ে নেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। এখনও এ দেশে এমন অনেক পরিবার আছে, একটি গাভীই যাদের জীবিকার অবলম্বন। সময়োচিত প্রাণিচিকিৎসা সেবা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো হয়তো আংশিক বা পুরোপরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ সমস্যা থেকে উত্তোরণের জন্য সরকার প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মতো ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক। এটি শুধু উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের জন্য একটি দ্রুত গতির বাহনই নয়, বরং ভ্রাম্যমাণ একটি ভেটেরিনারি ক্লিনিক, যেখানে থাকছে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও যন্ত্রপাতি। এমনকি শল্য চিকিৎসা সরঞ্জাম যেমন - পোর্টেবল আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন, ম্যাস্টাইটিস ডিটেক্টর, এস্ট্রাস ডিটেক্টর, সার্জিক্যাল কিটবক্স, ম্যানিপুলাটিভ ডেলিভারি যন্ত্রপাতি, পোস্টমর্টেম সেট, স্টমাক টিউব, এনিমেল রেস্ট্রেইনিং আইটেম, গামবুট, অ্যাপ্রোণ, স্যালাইন স্ট্যান্ড ইত্যাদি থাকবে ক্লিনিকে। ফলে অসুস্থ পশুকে এখন থেকে আর কষ্ট করে হাসপাতালে এনে চিকিৎসা করাতে হবে না বরং অসুস্থ পশুর কাছেই চলে যাবে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা। প্রাণিসম্পদ খাতে ঘটবে নবযুগের সূচনা।

আবহমানকাল থেকে দেশের ডেইরি সেক্টরের উন্নয়নে ডেইরি কো-অপারেটিভস্ মডেল কাজ করে আসছে। প্রযুক্তি ও সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উন্নয়ন মডেলেও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সমবায় মডেলের সাথে আরও বাড়তি সুবিধাদি যুক্ত করে ডেইরি উন্নয়নে 'ডেইরি হাব মডেল' আজ অধিক গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর। প্রকল্পের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ে খামারিদের নিয়ে সংগঠিত পিজিসমূহে নিবিড় সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়নের মাধ্যমে এসব পণ্য স্থানীয়ভাবে স্থাপিত ভিলেজ মিল্ক কালেশন সেন্টার বা ভিএমসিসি'র সাথে যুক্ত করা হবে। যেসব গ্রামে বা পিজিসমূহে দুধের উৎপাদন বেশি ও তার নিকটবর্তী যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো এমন পয়েন্টে সরকার প্রদত্ত ম্যাচিং গ্রান্ট পদ্ধতির আওতায় উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এসব ভিএমসিসি স্থাপিত ও পরিচালিত হবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজন গ্রহণযোগ্য ডাটাবেজ। একদিনে এই ডাটাবেজ রচিত হয় না এবং তা সৃষ্টির জন্য চাই প্রান্তিক পর্যায়ের খামারিদের নিকট থেকে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানে রূপান্তর করা। এ লক্ষ্যে এলডিডিপি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর খামার, খামারি ও প্রাণিসম্পদের বিস্তারিত ডাটাবেজ তৈরির ভিত্তি রচনা করতে সক্ষম হবে। এসব ডাটাবেজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, গবেষণা, ব্যবসা পরিকল্পনা, ইন্সুরেন্স ইত্যাদি বিষয়ে বহুবিধ সুবিধার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে।

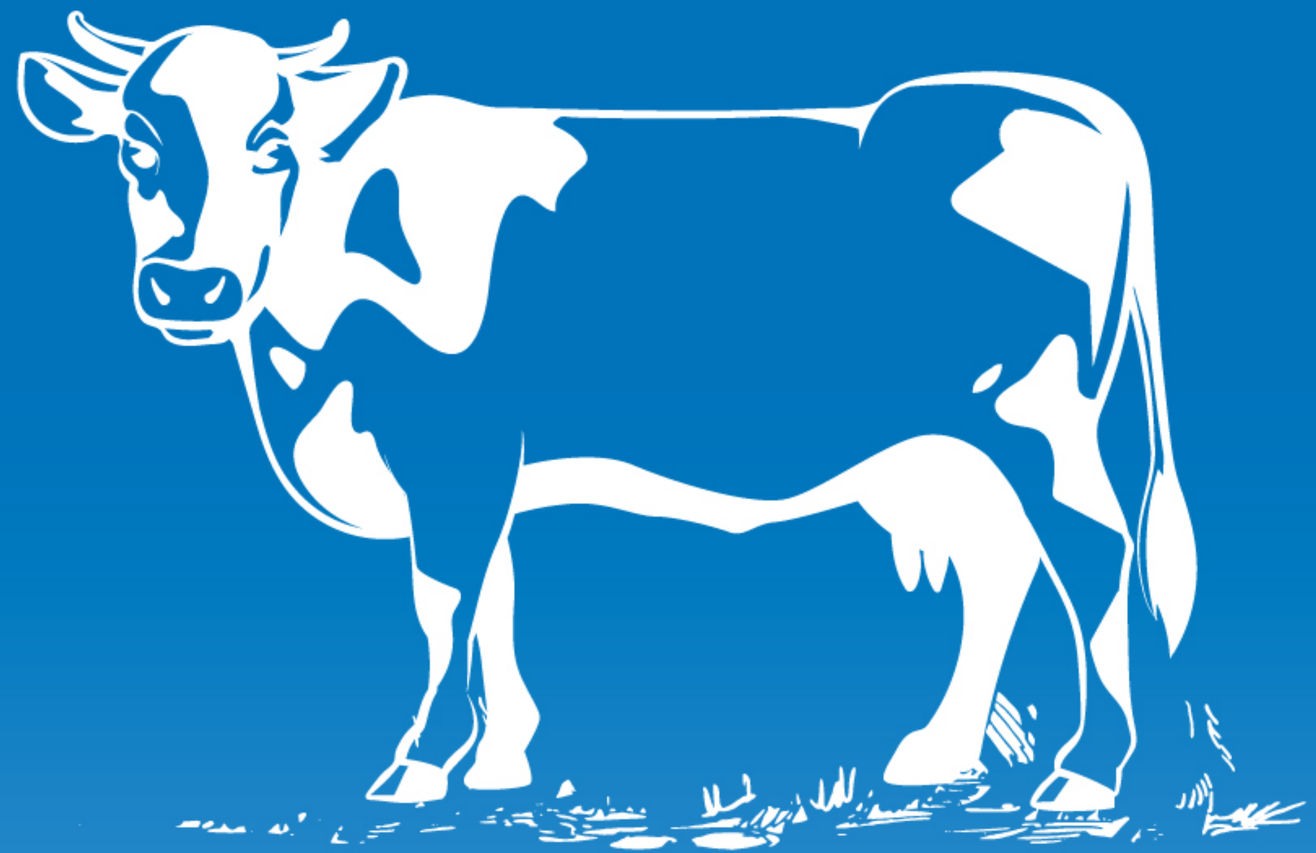




দেশের প্রাণিসম্পদ খাতে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে খামার ও পশু নিবন্ধন, সকল খামার, খামারি ও পশুর ডাটাবেজ তৈরি ও তার আইনী ভিত্তি রচনা এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর ও খামার যান্ত্রিকীকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে উৎপাদন খরচ কমাতে পশুখাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন এবং পশুরোগ প্রতিরোধী গুরুত্বপূর্ণ সব টীকা উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও টীকা প্রদান কার্যক্রমে জোর দেয়া হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদ খাত প্রাইভেট সেক্টর পরিবেষ্টিত একটি খাত। তাই পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ উন্নয়ন ও তৎপরিচালিত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বিশেষ নজর দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ভেটেরিনারি ড্রাগের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার রোধে এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সর্বোপরি জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রমকে সুনির্দিষ্ট রেকর্ড কিপিংয়ের আওতায় এনে সত্যিকারের উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

লেখক: ড: মো: গোলাম রব্বানী
প্রধান কারিগরি সমন্বয়ক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প
ইমেইল: grabbi2004@yahoo.com



LDDP

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)

প্রাণিসম্পদ ভবন-২ (৭ম ও ৮ম তলা)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০২-৫৮১৫৪৯১৩
ওয়েব পোর্টাল: lddp.portal.gov.bd